প্রশিক্ষণ পুস্তিকা

ইতিহাস ও পরিবেশ

নবম শ্রেণি

পরিকল্পনা ও নির্মাণ : বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রশিক্ষণ পুস্তিকা
ইতিহাস ও পরিবেশ
নবম শ্রেণি

পরিকল্পনা ও নির্মাণ :
বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

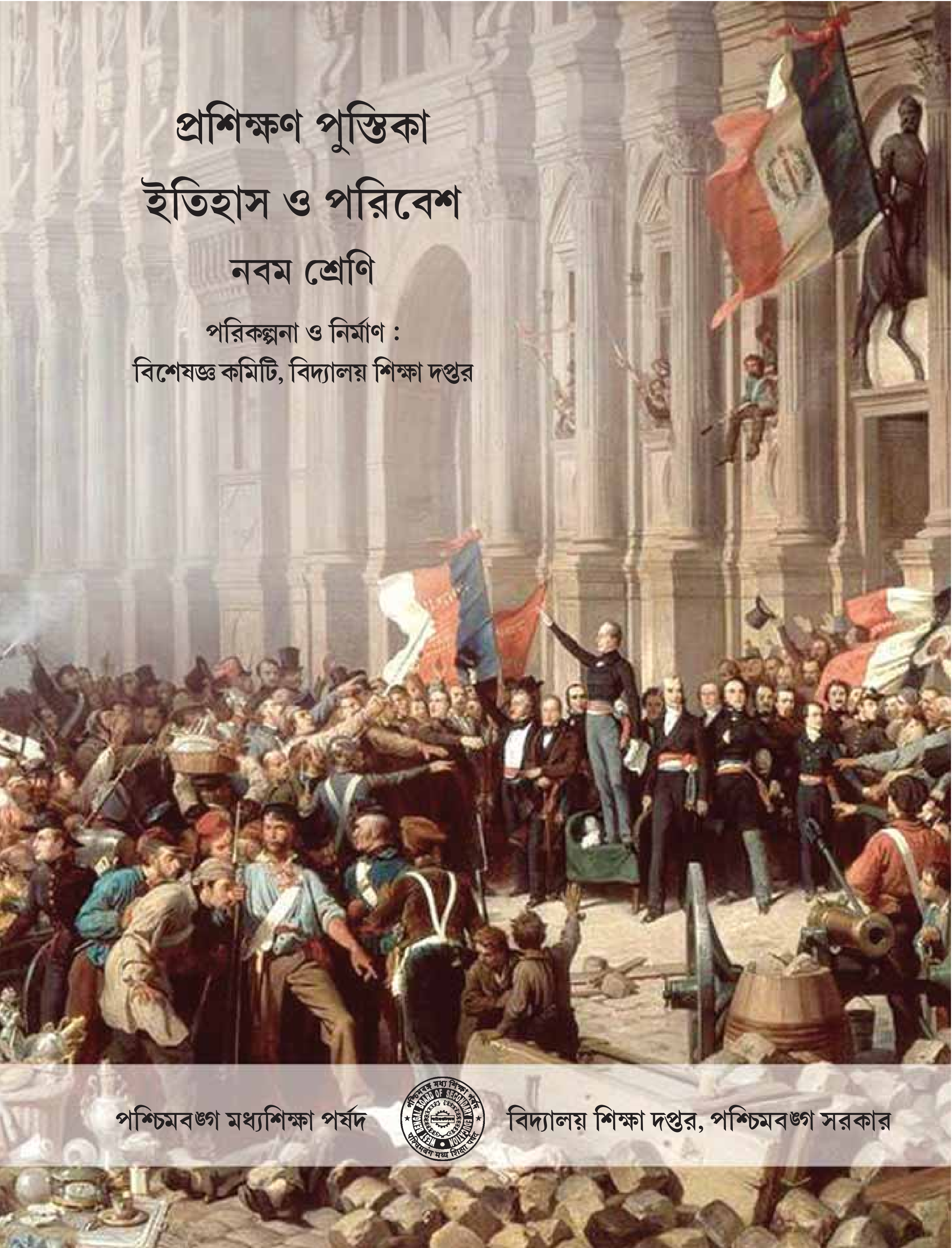

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ   বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৬

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

জুলাই, ২০২০

SSA প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ পুস্তিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

মুদ্রক

çöëÞÝþ öîA†œ öÝþ : Ýþ î„þ „þöþ™yöîŸ˜ !œ!›öÝþvþ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদের কথা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির ওপর বিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯কে সামনে রেখে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তুত করেছে। ২০১৫ সালের নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর পাঠক্রম প্রকাশিত ও তদনুসারে পাঠ্যবই রচিত হয়েছে। কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে আলোড়িত হয় : ১. নবম শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জিত দক্ষতা কীভাবে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ঘটাতে পারে? ২. নবম শ্রেণি সমাপ্তিতে একজন শিক্ষার্থী দায়িত্ববান ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে নিজেকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারল? ৩. বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক জীবনে কতখানি প্রতিফলন ঘটাতে পারল এবং ব্যবহার করতে পারল? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তুত করেছে জ্ঞানগঠন পদ্ধতির রূপরেখা।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর পরামর্শ মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর শিখন ও মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রস্তুত করা হলো এই নির্দেশিকা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড.পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি এই প্রশিক্ষণ শিবির সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলবে ভবিষ্যৎ পঠন-পাঠনে।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

জুলাই, ২০২০
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হয়। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। নবম শ্রেণির ক্ষেত্রে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হয়েছে।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর পরামর্শ মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর শিখন ও মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রস্তুত করা হলো এই নির্দেশিকা।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের পরিকল্পনা ও সহায়তায় শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কে রাজ্যব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও সমগ্র শিক্ষা অভিযানের পক্ষে প্রকাশিত এই প্রশিক্ষণ পুস্তিকা শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়নের সার্থক রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জুলাই, ২০২০
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

þ™Îy›Ÿ ç “þ_yÎ •y˜

x¦þ#„þ ›‹›”yÎ Sö‰þëyÎ›Äy˜- !ÎöŸ¡Kþ „þ!›!ÝþV

প্রশিক্ষণ পুস্তিকা পরিকল্পনা ও নির্মাণ

মহম্মদ মাসুদ আখতার

প্রাপ্তি সেনগুপ্ত

বিষয়সূচি

- সমগ্র শিক্ষা অভিযান : প্রস্তাবনা ১
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা ২
- নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ : পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি একটি প্রস্তাবনা ৪
- ইতিহাস ও পরিবেশ — নবম শ্রেণি : পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ১০
- নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচির কাম্য শিখন সামর্থ্য বিশ্লেষণ : কয়েকটি নমুনা ১৪
- শ্রেণি শিখনে নির্মিতিবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ : নমুনা কাঠামো ১৬
- অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : প্রস্তাবনা ও প্রয়োগ কৌশল কাঠামো ২০
- অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : নমুনা ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২৫
- পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : অধ্যায় বিভাজন, প্রশ্ন কাঠামো ও মানবিন্যাস ৩৩
- পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের ধরন : একটি আলোচনা ৩৭
- পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র ৪০

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA) : প্রস্তাবনা

ভূমিকা

দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা যাতে সমব্যবহার (access), সমান অংশীদারিত্ব (equity) এবং উৎকর্ষ (quality)— এই তিনটি বিষয়েরই সুবিধে গ্রহণ করতে পারে, শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ তা সুনিশ্চিত করতে চায়। ২০১৮-২০১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের পরামর্শ অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA) প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান নামের দুই স্বতন্ত্র প্রকল্পকে একটি প্রকল্পের মধ্যে নিয়ে আসা হল। এর ফলে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে একটি প্রকল্পের মধ্যে চলে এল।

SSA-র উপযোগিতা

সর্ব শিক্ষা অভিযান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এবং শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় ঘটেছে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে। সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের লক্ষ্য বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সুযোগসমূহ এবং কাম্য শিখন সামর্থ্যগুলির সাম্য নিরূপণ করার মাধ্যমে বিদ্যালয়গত কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটানো। বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন এবং প্রধান প্রভাবকগুলির সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্প বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে উন্নয়নের একটি কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ণয় করেছে এবং সে কাজে সমস্ত স্তরে বিশেষত রাজ্য, জেলা ও চক্র স্তরে কাঠামো ও সম্পদ ব্যবহার করা তথা প্রয়োগ কৌশল নির্ধারণ করা এবং সে কাজে সমস্ত ব্যয় বহন করার উপরে জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রাকল্পিক লক্ষ্যসমূহের পরিবর্তে সর্বস্তরে ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যালয়গত সামর্থ্যসমূহের বিকাশ এবং সার্বিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করার উপর জোর দিয়েছে।

SSA-র প্রধান লক্ষ্য

এই প্রকল্পটির সামগ্রিকতা বলতে বোঝায় সমব্যবহার, সমান অংশীদারিত্ব ও উৎকর্ষের সর্বজনীনতা, বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিন শিখন সামগ্রীর প্রয়োগ এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে শক্তিশালী করে তোলা।

এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যগুলি হলো :

- **শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীর শিখন-সামর্থ্যের বিকাশ।**
- **সামাজিক এবং লিঙ্গবৈষম্যের দূরীকরণ।**
- **সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া।**
- **বিদ্যালয়ের সুযোগসুবিধাগুলি সুনিশ্চিতকরণ।**
- **শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ রাজ্যে বলবৎ করার জন্য সাহায্য করা।**

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শর্তের মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে National Council for Teacher Education কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ গ্রহণরত শিক্ষক এবং NCERT, SCERT, DIET, বিভিন্ন NGO প্রভৃতির সঙ্গে দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ আলোচনার পর একটি প্রাথমিক নথি প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নথিটিই National Curriculum Framework for Teacher Education, 2009 (NCFTE, 2009) নামে পরিচিত। এই মূল্যবান নথিটি আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ পুস্তিকা নির্মাণে দিক্‌নির্দেশ করেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাধারণ নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে NCFTE, 2009 নথিতে বলা হয়েছে "*.. we have realized the tentative and fluid nature of the so-called knowledge-base of teacher education. This makes reflective practice the central aim of teacher education. Pedagogical knowledge has to constantly undergo adaptation to meet the needs of diverse contexts through critical reflection by the teacher on his/her practices.*"। এই অংশে আমরা দেখব শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE, 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য কোথায়। নীচের সারণিটি NCFTE, 2009 থেকে গৃহীত হয়েছে।

Comparison between the Dominant Current Practice and Proposed Process-Based Teacher Education Curriculum Framework

Dominant Practice of Teacher Education	Proposed Process-Based Teacher Education
Focus on psychological aspects of learners without adequate engagement with contexts. Engagement with generalised theories of children and learning.	Understanding the social, cultural and political contexts in which learners grow and develop. Engagement with learners in real life situations along with theoretical enquiry.
Theory as a "given" to be applied in the classroom.	Conceptual knowledge generated, based on experience, observations and theoretical engagement.
Knowledge treated as external to the learner and something to be acquired.	Knowledge generated in the shared context of teaching, learning, personal and social experiences through critical enquiry.
Teacher educators instruct and give structured assignments to be submitted by individual students. Training schedule	Teacher educators evoke responses from students to engage them with deeper discussions and reflection. Students

Dominant Practice of Teacher Education	Proposed Process-Based Teacher Education
packed by teacher-directed activities. Little opportunity for reflection and self-study.	encouraged to identify and articulate issues for self-study and critical enquiry. Students maintain reflective journals on their observations, reflections, including conflicts.
Short training schedule after general education.	Sustained engagement of long duration professional education integrated with education in liberal sciences, arts and humanities.
Students work individually on assignments, in-house tests, field work and practice teaching.	Students encouraged to work in teams undertaking classroom and learners' observations, interaction and projects across diverse courses. Group presentations encouraged.
No "space" to address students' assumptions about social realities, the learner and the process of learning.	Learning "spaces" provided to examine students' own position in society and their assumptions as part of classroom discourse.
No "space" to examine students' conceptions of subject-knowledge.	Structured "space" provided to revisit, examine and challenge (mis) conceptions of knowledge.
Practice teaching of isolated lessons, planned in standardised formats with little or no reflection on the practice of teaching.	School Internship – students teach within flexible formats, larger frames of units of study, concept web-charts and maintain a reflective journal.

তথ্যসূত্র :

1. National Curriculum Framework for Teacher Education : Towards Preparing Professional and Humane Teacher, National Council for Teacher Education, New Delhi, 2009

নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ : পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি
একটি প্রস্তাবনা

মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস চর্চা

নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ে আলোচনার আগে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠক্রম ও পাঠ্যসুচি বিষয়ে যা বলা হয়েছিল, তার স্বল্প পুনরালোচনা করা যেতে পারে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের বয়ঃক্রম সাধারণভাবে ১০ বছর থেকে ১৩ বছরের মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক (যেহেতু ২০১২ সাল পর্যন্ত অনেক শিশুই ৫ বছরে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে)। ফলে একদিকে তারা শৈশব ও অন্য দিকে বাল্যের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। এই পর্যায়ে নিজের ও নিজের পরিপার্শ্বের প্রতি তার মনে নানা প্রশ্ন কৌতূহল তৈরি হয়। অজানাকে জানার প্রতি, অ্যাডভেঞ্চারধর্মী মানসিকতার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের তাই একঘেয়ে তথ্যভারাক্রান্ত পাঠ্যবিষয় আকর্ষণ করে না। এই পর্যায়ের সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫-এ বলা হচ্ছে—"History will take into account developments in different parts of India, with sections on events or developments in other parts of the world (NCF, 2005, p. 53)। নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের নিরিখে প্রায় একই বোধগম্যতার পর্যায়ে পড়ে। ফলে ইতিহাসের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির যে মূল পরিপ্রেক্ষিতটি ওপরে আলোচিত হলো, সেটি নবম শ্রেণির স্তরে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যসূচি মূলত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরেই কেন্দ্রীভূত। সেই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাদের ইতিহাসকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক উদাহরণকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি, ঐ কাল পর্যায়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগের নানা দিকগুলিও আলোচনায় আনা হয়েছে। ফলে আলোচ্য কাল পর্যায়ে বহির্ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং নানা ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রসঙ্গগুলিও ছাত্র ছাত্রীরা খুঁজে পাবে। প্রসঙ্গত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ বলা হয়েছে 'In a pluralistic society like ours, it is important that all regions and social groups be able to relate to the textbook. Relevant local content should be part of the teaching- learning process...'*(NCF2005,p.50)*

নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ : পাঠ্যসূচির স্থানিক ও কালিক চরিত্র এবং মূল বৈশিষ্ট্য

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি ইতিহাসের পাঠ্যসূচির আলোচ্য ছিল মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বহির্ভারতের আলোচনা। নবম শ্রেণিতে প্রথম সংগঠিতভাবে ইওরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাস পাঠ্যসূচির কেন্দ্রবিন্দু। সেক্ষেত্রে নবম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচি স্থানগতভাবে ইউরোপকেন্দ্রিক। কালগতভাবে এখানে আধুনিক ইউরোপের আলোচনাই এসেছে। কিন্তু, ঐতিহাসিক স্থানিক ও কালিক পারম্পর্যের জন্য পাঠ্যসূচিতে একটি প্রাককথন অংশ সংযুক্ত হয়েছে। সেই প্রাক্‌কথন অংশে মধ্যযুগীয় পর্যায় অতিক্রম করে প্রাক্-আধুনিক ইউরোপের বিবর্তনের বিবিধ মাত্রাকে আলেখ্য দর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি মূল পর্যায় ও ধারণাকে পড়ুয়াদের সামনে হাজির করাই এই প্রাক্‌কথনের উদ্দেশ্য। বস্তুত, পরবর্তী সাতটি অধ্যায়ে পৌঁছনোর আগে প্রাক্‌কথনটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত হাজির করবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতটির বোধগম্যতা পড়ুয়াদের ফরাসি বিপ্লব শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পাথেয় হিসেবে কার্যকরী হবে। যদিও, প্রাককথন অংশটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামোর অন্তর্গত নয়, তবুও পাঠ্যসূচির গোড়ায় ঐ অংশটি পাঠ্যসূচির পরবর্তী অংশের ঐতিহাসিক স্থানিক ও কালিক পরিপ্রেক্ষিতের বোধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সমূহ গুরুত্বপূর্ণ, অতএব শিক্ষক ও পড়ুয়াদের তরফে গুরুত্ব দাবি করে।

প্রাক্‌কথন অংশটির পরবর্তী পাঠ্যসূচিটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ঘটনাক্রমের দিক থেকে বললে ফরাসি বিপ্লবের আলোচনা দিয়ে তা শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আলোচনায় পৌঁছে পাঠ্যসূচিটি শেষ হচ্ছে। কালিকভাবে বললে, অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে বিংশ শতকের মধ্য পর্যায় পর্যন্ত সময়কাল ব্যেপে পাঠ্যসূচিটি আবর্তিত হয়েছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার পর্যায়ে মূলত ইউরোপকেন্দ্রিক আলোচনার পরিসর থাকলেও, শিল্পবিপ্লব-পরবর্তীকালে পাঠ্যসূচির আলোচনা ক্রমেই সংগত ঐতিহাসিক যুক্তি মেনেই ইউরোপের ভূগোল অতিক্রম করে গিয়েছে। শিল্পবিপ্লব এবং তারফলে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের প্রসার এবং বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাক্রম নবম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচিটিকে আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। সেই সূত্র ধরেই কখনও ভারতবর্ষ, কখনও চিন এবং আফ্রিকা, কখনও উত্তর আমেরিকা—বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিসরকে পাঠ্যসূচির কালিক আলোচনার অঙ্গীভূত করেছে।

পাঠ্যসূচিটি খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ইতিহাসকে কিছু বিশেষ ব্যক্তির কার্যকলাপের বিবরণ হিসেবে তুলে ধরার বদলে জটিল আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন কাঠামোগত বিবর্তনের সম্মিলিত চলন হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেহেতু পাঠ্যসূচিটিতে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব ও কাঠামোগুলির উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিসর রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম ও প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ ভূমিকাকে। এই কালপর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের বিপ্লব তথা বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলিকে সেই নিরিখেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে পাঠ্যসূচিতে। ব্যক্তিকৃতির বদলে ইতিহাসের কাঠামোগত পর্যালোচনায় দক্ষ হয়ে উঠুক ছাত্রছাত্রীরা, জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় নিহিত বিভিন্ন রসায়নের চরিত্র বিশ্লেষণে পারঙ্গম হোক পড়ুয়ারা—সেটিই নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচির মূল লক্ষ্য।

আদতে এই পাঠ্যসূচির আলোচ্য কালে ইউরোপে এমন বিভিন্ন ধারণা, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার উদ্ভব ও সম্মেলন ঘটেছিল যেগুলি পরবর্তীকালে সমস্ত ইতিহাসকেই ভিন্নতর অভিমুখ দিয়েছে। সেকথা মাথায় রাখলে সদ্য কৈশোর পেরোনো ছাত্রছাত্রীদের কাছে যথা সম্ভব সহজ কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠভাবে আলোচ্য পাঠ্যসূচিটি তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সমাজে এমন অসংখ্য ধারণা ও প্রতিষ্ঠান তথা ঘটনার সম্মুখীন ছাত্রছাত্রীরা হয়, যেগুলির উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধানের আগ্রহ তাদের এই পাঠ্যসূচির সঙ্গে লগ্নতা গাঢ় করবে। সেহেতু কেবল পাঠ্যবই ও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নকেন্দ্রিক চর্চায় আবদ্ধ না থেকে, ছাত্রছাত্রীর দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার রসায়নে জারিত হয়ে উঠবে পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তুগুলি—এমনই মূলভাবনা নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচিটির কেন্দ্রে নিহিত। আধুনিক ইউরোপের ঘটনাক্রম ও ধারণাসমূহের জটিল আবর্তের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোজকার সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভূমিকা রেখে নাগরিক হিসেবে বিকশিত হওয়ার দিকে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতিতে সহায়ক হবে পাঠ্যসূচিটি।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচিটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১। প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের মূল গতিধারাটি কালানুক্রমিকভাবে সহজ উপায়ে তুলে ধরা।

২। বর্ণনার পাশাপাশি, তার পরিপূরক হিসাবে ছবি, ছক, রেখচিত্র ও মানচিত্রের ব্যবহার।

৩। পাঠ্যসূচির মূল বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ধারণা ও ঘটনাসমূহ আলোচনার জন্য 'টুকরো কথা' সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত, টুকরো কথাগুলি এক্ষেত্রে মূল বর্ণনার নানা অংশকে আরেকটু গভীরে আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করে তোলায় ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে ওগুলি 'anecdote'-ধর্মী। একটা প্রসঙ্গকে মনোগ্রাহী ও বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রেই যেন 'টুকরো কথা' অংশগুলির ব্যবহার হয়। সেটা খেয়াল রাখবেন শিক্ষক/শিক্ষিকা।

৪। পাঠ্যসূচিতে বহু রঙিন এবং সাদাকালো ছবি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ছবিগুলি নিছক অঙ্গসজ্জার অংশ নয়। পাঠ্য বর্ণনা (narrative)-এর পরিপূরক হিসাবে ছবিগুলিকেও পড়তে ও বুঝতে তথা ব্যবহার করতে হবে। ছবিগুলি তার আগে-পরে আলোচিত প্রসঙ্গকে নিছক বর্ণনার গন্ডির বাইরে দৃশ্যমান করে তুলে যাতে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার (understanding) বিকাশে সহায়ক হয় সেই দিকে খেয়াল রাখা দরকার। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে— "The teaching of the social science must adopt methods that promote creativity, aesthetics and critical perspectives, and enable children to draw relationships between past and present, ..." (NCF, 2005, p. 53-54) আরো বলা হচ্ছে— " Teaching (of social science) should utilise greater resources of audio-visual materials, including photographs, charts, maps and replicas of archaeological and material cultures." (NCF, 2005, p.54)।

৫। পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন মানচিত্র ব্যবহারের পরিসর তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি মানচিত্র বিবরণের পরিপূরক হিসাবে আলোচনায় আনতে হবে। মানচিত্রগুলিকে দেখে কেবল তার থেকেই ছাত্রছাত্রীরা কী কী বুঝতে পারছে বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করছে তার বিশ্লেষণে জোর দিতে হবে। তাতে করে মানচিত্র পাঠের ও বিশ্লেষণের দক্ষতাও তৈরি হবে। তাছাড়া, আলোচনায় যখনই কোনো এমন বিষয় আসবে, যার সম্বন্ধীয় মানচিত্র পাঠ্যবইটিতে নেই, তখন শিক্ষক/ শিক্ষিকা অতিরিক্ত মানচিত্র ব্যবহার করলে ভালো হয়।

ইতিহাস চর্চার ধারণা, এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির নিরিখে তথ্য ও অনুমিতি নির্মাণ

বিদ্যালয়স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি চালু ধারণা হলো কেবল তথ্য মুখস্থ করা ও যথাসম্ভব বড়ো বড়ো উত্তর লেখা। বলা বাহুল্য এই দুটি ধারণাই ভুল এবং তা ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস বিষয়ের প্রতি অনুরাগের বদলে বিকর্ষণ তৈরি করার প্রধান সহায়। এ বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে– "It is believed that the social sciences merely transmit information and are text centred. Therefore, the content needs to focus on a conceptual understanding rather lining up facts to be mermorised for examinations... emphasis has to be laid on developing concepts and the ability to analyse socio-political realities rather than on the mere retention of information without comprehension." (NCF, 2005, p.50).

এই পাঠ্যসূচিতে তথ্যকে কেবল তথ্য হিসাবে ছেড়ে রাখা হয়নি। প্রতিটি তথ্যকে কোনো এক বৃহত্তর অনুমিতি (inference) নির্মাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তথ্য ছাড়া ইতিহাস তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত তথ্য সমাবেশও ইতিহাসের কাজ নয়। তাই প্রতিটি তথ্যই সন্নিবেশিত করতে হবে যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপকরণ হিসাবে। তথ্যের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) নয়, বরং তথ্যরাশির মধ্যে থেকে সাধারণ বোধের ও অনুমিতির বিকাশের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য মুখস্থ করার বদলে অনুমিতি নির্মাণের লক্ষ্যেই ছাত্রছাত্রীদের উস্‌কে দেওয়া দরকার। তাহলেই তথ্য আর 'ভার' (burden) না হয়ে, যৌক্তিক অনুমিতিতে পৌঁছানোর রসদ হয়ে উঠবে।

পাশাপাশি, পাঠ্যসূচিতে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক ধারণা (concept) ব্যাখ্যা করার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। একেবারে গোড়া থেকেই যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি প্রসঙ্গ এমনকী কথার মানেও বুঝে নিতে পারে তার উপরে জোর পড়েছে।

ইতিহাস ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠক্রমের মূল বৈশিষ্ট্য

i) সমন্বিত পাঠক্রম

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পরিবেশ ও ইতিহাস পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিকল্পনার সময় থেকেই ইতিহাস ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। ধারণা হিসেবে পরিবেশ-এর বিবর্তন ঐ পাঠক্রমগুলিতে অন্তর্নিহিত ছিল। নবম শ্রেণির 'ইতিহাস ও পরিবেশ' পাঠ্যসূচিতেও এর অন্যথা ঘটেনি। নবম শ্রেণির ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে ইতিহাসে সমন্বয়ের বিষয়টি একটু আলোচনার দাবি রাখে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে নির্দিষ্ট স্থান ও কালের ইতিহাস নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্গত, তার সঙ্গে পরিবেশের প্রসঙ্গটির যোগ বিশেষ দ্যোতনা বহন করে। ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর সময় থেকেই এক নতুন মানবকেন্দ্রিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা হয়। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চরিত্র কেমন, তা নিয়ে বিচিত্র ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল এই সময় থেকেই। ক্রমে অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি ও বিপ্লবের কাল পেরিয়ে শিল্প বিপ্লবের পর্যায়ে প্রসঙ্গটি নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। শিল্প বিপ্লব, মানবিক জীবন যাপনের বস্তুগত উন্নয়ন ও পরিবেশ — প্রসঙ্গগুলি সরাসরি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে থাকে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে উপনিবেশ বিস্তার ও যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কের আলোচনা দার্শনিক মাত্রা পেয়েছিল। আলোচ্য নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠসূচির এই সমগ্র স্থান ও কালব্যেপে আবর্তিত হয়েছে। ফলে, পরিবেশ বিষয়ক ধারণার ঐতিহাসিক বিবর্তনের চরিত্রটি পড়ুয়াদের সামনে পাঠ্যসূচিনির্ভরভাবে তুলে ধরার সম্যক পরিসর রয়েছে।

ii) অনুসন্ধানমূলক সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রম

নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধান, অন্বেষণ এবং জিজ্ঞাসা করার মনোভাব গড়ে ওঠে। পাঠ্যসূচির বিভিন্ন ভাবমূলগুলো আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমূলক জিজ্ঞাসু মনোভাব তৈরি করে তারপর মূল পাঠ্যবিষয়গুলির অবতারণা করার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে পাঠ্যবিষয়গুলোয় যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

iii) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ভাবনা

নির্মিতিবাদের (Constructivism) তত্ত্বের কথা মাথায় রেখে সমগ্র পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীদের রাখা হয়েছে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার কেন্দ্র হিসেবে। সমকালীন সময়ে ঘটে চলা নানা ঘটনা তাদের মনে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক ঘটায়, সেখান থেকেই শুরু করা হয়েছে পাঠ্যবিষয়গুলির পথ চলা। তাই ভাবমূলগুলির মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে পরিচিত সমাজ ও ইতিহাসের নানা উদাহরণের অবতারণা করা জরুরি।

iv) পাঠক্রমের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন :

শিখন এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্মিতিবাদের ধারণা অনুযায়ী মূল্যায়ন কখনোই শিক্ষণ শেষের একটি ধাপ হতে পারে না। বরঞ্চ মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। এই ধারাবাহিক পদ্ধতিতে শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষার্থীদের ওপর খুব কাছে থেকে নজর রাখেন, শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বা সীমাবদ্ধতা নথিভুক্ত করেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত সহায়তা করেন। এই ধারণার ভিত্তিতেই নবম শ্রেণিতে অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মূল্যায়ন কখনোই পাঠক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা যখন যেমন শিখছে, শ্রেণিকক্ষেই তার মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। নির্মিতিবাদের মতবাদ অনুযায়ী শিখনের অগ্রগতির সঙ্গে মূল্যায়নের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে শিক্ষণের শেষে কাগজ-কলমের সাহায্যে মূল্যায়নের গতানুগতিক ধারণা থেকে

সরে আসা সম্ভবপর হবে। এক্ষেত্রে ছয়টি tool-এর কথা বলা হয়েছে। যথা - সমীক্ষা (Survey), প্রকৃতিপাঠ (Nature Study), ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study), সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing), মডেল নির্মাণ (Model Making) এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)। এই অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের পরিসরেই হবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর ফলে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের আগেই শিক্ষিকা/শিক্ষক দেখে নিতে পারবেন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি কেমন হচ্ছে আর কোথায় খামতি থেকে যাচ্ছে। তাই সেই অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও সুযোগ থাকছে। এরই ফলস্বরূপ শিক্ষিকা/শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উভয়েরই শিখন বা দক্ষতার মূল্যায়নের জন্য বিবিধ প্রক্রিয়া ও tool-এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকছে।

(v) বিবিধ দক্ষতার বিকাশ :

‘ইতিহাস ও পরিবেশ’ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিকল্পনার সময় মাথায় রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের বিবিধ দক্ষতার বিকাশের বিষয়টিও। আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের পাঠ পড়ুয়াদের দৈনন্দিন জীবনে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতি অনুসরণের স্পৃহা তৈরি করবে বলেই অনুমান। তার চারপাশে নিত্য ঘটে চলা নানা ঘটনাক্রম, সেসবের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ধারণা কীভাবে ইউরোপীয় ইতিহাসের ধারা বয়ে এসেছে, সে বিষয়ে সম্যক বোধগম্যতা তৈরি হবে। তার ফলে একজন পড়ুয়া ক্রমে এক বৃহত্তর স্থান ও কালে নিজেকে আবিষ্কার করার দিকে এগিয়ে যাবে। যুক্তিবাদী চিন্তা ও মানবিক মননশীলতা সম্বল করে যথার্থ নাগরিক হয়ে ওঠার পথে তার যাত্রা শুরু হবে।

(vi) শিক্ষার্থীদের শিখনে অন্যতম অবলম্বন হিসেবে ICT-র ব্যবহার :

ICT অর্থাৎ Information and Communication Technology আজকের যুগে শিখনের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যম। ICT-কে কখনোই একটি আলাদা বিষয় হিসেবে দেখা উচিত নয়। কেবল তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরাই ICT বিষয়ে শিক্ষণের অধিকারী, বিষয়-শিক্ষকরা নন— এই ভ্রান্ত ধারণাই আসলে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ICT-র সফল সমন্বয় এবং বিষয়-শিক্ষকদের ICT বিষয়ে আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ICT-কে বরং পাঠক্রমের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে দেখা উচিত। শিক্ষার সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত একটি উপকরণ হিসেবে ICT-র সফল রূপায়ণে বিষয়-শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পাঠ্যসূচির অন্তর্গত নানা বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সাধারণ কম্পিউটার সফটওয়্যার, যথা Microsoft Powerpoint-এর সাহায্যে Slideshow presentation-এর মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় প্রাঞ্জলভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব। প্রয়োজনে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পাঠ্যসূচির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্য, ছবি বা Powerpoint presentation-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকদের দুটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন — i) ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য, ছবি বা Powerpoint presentation ঠিক কিনা যাচাই করে নেওয়া; ii) ওয়েবসাইট থেকে ছবি, তথ্য, Powerpoint presentation নেওয়ার ফলে কোনোভাবে কপিরাইট আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেদিকে যথাযথ নজর রাখা।

শিখন প্রক্রিয়ায় ICT-র সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। নির্মিতিবাদের ধারণার সফল রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ICT ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষিকা/শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে সহ-সৃজন (Co-creation) এবং অনুসন্ধানে (exploration) যেন অগ্রসর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যসূচির দৈনন্দিন ব্যবহার

নবম শ্রেণির এই পাঠ্যসূচির দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় হলো, নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যবইটির পঠন-পাঠন ও আলোচনা শেষ করা এবং কোনো ভাবেই মুখস্থবিদ্যা-নির্ভর তথ্যভারাক্রান্ত ইতিহাসচর্চার বাতাবরণ না তৈরি হতে দেওয়া। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে স্বতন্ত্র মতামত, ভাবনা-চিন্তা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এতদিন ধরে প্রচলিত তথ্য মুখস্থ করার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই জড়তা ভেঙে আলোচনায় অংশ নিতে পারবে না। তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের একটু একটু ধরিয়ে দিতে হবে শিক্ষক/শিক্ষিকাকেই। সামান্য পারলেই আরো ভালো করার উৎসাহ দিতে হবে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ, বোধ-বুদ্ধি-জাত ধারণার সঙ্গে যাতে তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে, তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

পাঠ্যবইয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে

পাঠ্যবই ও তার অন্তর্গত তথ্য মুখস্থ করা ও স্মৃতি-নির্ভর চর্চা যে ইতিহাস শিক্ষার পথে অন্তরায় তার বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ বিস্তৃত আলোচনা লক্ষণীয়। ''In order to make the process of learning participative, there is a need to shift from mere imparting of information to debate and discussion... The approach to teaching therefore needs to be open-ended. (NCF, 2005, p.54)

ফলে, ছাত্রছাত্রীদের একা একা পড়ার বদলে, শ্রেণিতে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে সবার মধ্যে আলোচনা গড়ে তোলা জরুরি। বিতর্ক উস্কে দেওয়ার জন্য পাঠ্যবইটির ব্যবহার এবং নানা কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের মতামত জানতে চাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষক/শিক্ষিকাকেই।

স্থানীয় অঞ্চলে যদি কোনো ঐতিহাসিক স্থাপত্য বা নিদর্শন থাকে তাহলে সেগুলি দেখতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের সেই অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীরা নথিবদ্ধ রাখলে ভালো। বিভিন্ন সংগ্রহশালা, জাদুঘর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। বিভিন্ন মূর্তি, স্থাপত্য, শিল্প, প্রত্নবস্তুর নকল (replica) সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষের একটা অংশে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বছরে একবার বা দু-বার ইতিহাস বিষয়ক ছোটো ছোটো প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার উদ্যোগ নিক ছাত্রছাত্রীরা। স্থানীয় মানুষজন ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা সবাই সেই প্রদর্শনী ও আলোচনা সভাগুলোয় অংশ নিন। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভাবনা-চিন্তার কথা স্বাধীনভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারে সবার সঙ্গে।

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি, বিষয় অভিধান (subject dictionaries), সহযোগী ও পরিপূরক বই (supplementary books, extra reading) এবং মানচিত্র সঙ্কলন (atlases) প্রভৃতির ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে (NCF, 2005, p. 89-90)। এই বিষয়টি মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসচর্চায় আরও জরুরি ও প্রাসঙ্গিক।

নবম শ্রেণির 'ইতিহাস ও পরিবেশ' পাঠক্রমে জীবনকুশলতা বিকাশের নানা ক্ষেত্র

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা চাহিদা আর সমস্যা সফলভাবে মোকাবিলা করতে প্রয়োজন হয় কিছু দক্ষতার — যা আসলে জীবনকুশলতারই নামান্তর। আমাদের বিবিধ জ্ঞান, মনোভাব এবং মূল্যবোধগুলির দক্ষতায় রূপান্তরে সাহায্য করে জীবনকুশলতা — অর্থাৎ 'কী করা উচিত এবং কীভাবে করা উচিত'।

ইতিহাসচর্চা ব্যক্তি পড়ুয়া ও সমষ্টিগতভাবে পড়ুয়াদের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র— এই ত্রিমাত্রিক বোধের বিকাশ ঘটায়। অতীতে ঘটা ও বর্তমানে ঘটে চলা ঘটনাবলিকে সে ও তারা ঐ ত্রিমাত্রিক বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শিখবে। পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর এই বিচার পদ্ধতিই সামাজিক মানুষ হিসেবে জীবনকুশলতার অঙ্গ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ প্রভৃতি তথা ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে যুক্তিনির্ভরভাবে সমানুভবের প্রয়োজনীয় মানসিকতা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকশিত হবে। সহনাগরিক ও পরিবেশের প্রতি সহমর্মিতা এবং অনেকের মধ্যে এক হিসেবে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে সাবলম্বী বিচার পদ্ধতি উশকে দেওয়া এই পাঠক্রমের লক্ষ্য।

ইতিহাস ও পরিবেশ
পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি

প্রাক্কথন

ইউরোপ ও আধুনিক যুগ

১)	ইউরোপের সমাজ-রাজনৈতিক বিবর্তন —	রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব : রোমান সাম্রাজ্য বনাম পোপতন্ত্র (Empire vs Papacy)-পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সংকট — ভূমিদাস প্রথার বিলোপ, কৃষিক্ষেত্রে নয়া-পদ্ধতির উদ্ভাবন, কৃষির সম্প্রসারণ, খাদ্য এবং নিত্যব্যবহার্যপণ্যের (কৃষিজাত ও অকৃষিজাত) চাহিদা বৃদ্ধি, নতুন ব্যাবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান।
২)	নবজাগরণ ও মানবতাবাদ —	অতীতের পুনরুদ্ধার ও নব জীবনদর্শন। মানুষের গুরুত্ব ও মর্যাদাবৃদ্ধি এবং মানবকেন্দ্রিক বিশ্বধারণা। টুকরো কথা : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি; মিকেলেঞ্জোলো।
৩)	আবিষ্কারের যুগ —	মুদ্রণ বিপ্লব, যুদ্ধপ্রযুক্তির নানা উদ্ভাবন, আধুনিক বিজ্ঞানদৃষ্টির সূচনা, সমুদ্রযাত্রা আর নতুন ভূখণ্ড ‘আবিষ্কার’। টুকরো কথা : গালিলেও, বারুদের ব্যবহার, মুদ্রণযন্ত্র, ম্যারিনার্স কম্পাস।
৪)	আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্ভব —	পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের (Absolute Monarchy) গোড়াপত্তন।

৫) চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের (Absolute Monarchy) সংকট (সপ্তদশ শতক), মুক্তচিন্তার বিকাশ — যুক্তিবাদের যুগ।

Note : ইউরোপের সপ্তদশ শতকের একটি মানচিত্র এবং আধুনিক ইউরোপের একটি রঙিন মানচিত্র ব্যবহৃত হবে।

অধ্যায় - ১ : ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক

রাজনৈতিক কারাগার ও ‘ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর’ হিসাবে ফ্রান্স – কর ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়– উদাহরণ করভি (Corvee) – বিপ্লব পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজকাঠামো ও দৈবরাজতন্ত্রের ধারণা; ফরাসি স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক নীতি বিষয় দার্শনিকদের সমালোচনার বিভিন্ন ধারা (দার্শনিকদের জীবনী বা আলাদা ব্যক্তি ধরে আলোচনা নয়); সামাজিক ক্ষমতা ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ; অভিজাতদের তরফে রাজার বিরোধিতা।

বাস্তিলের পতন – এস্টেট জেনেরাল নিয়ে রাজার সঙ্গে জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনদের দ্বন্দ্ব; টেনিস কোর্টের শপথ; বাস্তিল দুর্গের পতন; স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে বাস্তিলের ধ্বংস; জাতীয় তথা সংবিধান সভা; রাজার মৃত্যুদণ্ড।

বিপ্লব রক্ষার আহ্বান – আভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক আক্রমণের মুখে ফরাসি বিপ্লব; জ্যাকোবিন শাসন।

জনগণের বিপ্লব, বিপ্লবের জনগণ – ফরাসি সমাজের নীচুতলার মানুষের সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের সংযোগ; বিপ্লবে শহুরে ও গ্রাম্য দরিদ্র জনতার অংশগ্রহণ; ফরাসি বিপ্লব ও নারী; মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা; জনচেতনায় গুজবের প্রভাব (উল্লেখ মাত্র)।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা – ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের বৃহত্তর প্রভাব; নতুন ফরাসি সংবিধান; সামন্ততন্ত্রের বিলোপ; নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারের ঘোষণা।

টুকরো কথা : আঁসিয়া রেজিম; থার্ড এস্টেট; বুর্জোয়াসি; 'সন্ত্রাসের রাজত্ব'; টিপু সুলতান ও জ্যাকোবিন ক্লাব; সাঁকুলোৎ।

(ফরাসি বিপ্লবের বিভিন্ন দিক বিষয়ক তৎকালীন ছবি। বিপ্লবকালীন ফ্রান্সের মানচিত্র। বিপ্লব পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজকাঠামোর রেখাচিত্র (Diagram)। ফরাসি বিপ্লব বিষয়ক সময় সারণি।)

অধ্যায় - ২ : বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ক্ষমতালাভ (অতি সংক্ষেপে); ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের প্রেক্ষিতে কোড নেপোলিয়ান প্রণয়ন।

নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের সংঘাত; সাম্রাজ্যিক কার্যকলাপের সঙ্গে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের বিরোধ; নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরস্পর অবস্থান; ইউরোপের পুনর্গঠন; নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া; ফ্রান্স, জার্মানি ও আইবেরিয় উপদ্বীপে জনগণের নেপোলিয়ন বিরোধী প্রতিক্রিয়া; রাশিয়া আক্রমণ।

টুকরো কথা: মহাদেশীয় ব্যবস্থা; ট্রাফলগারের যুদ্ধ; শতদিবসের রাজত্ব (খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ - সেন্ট হেলেনা সহ)। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও তাঁর কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক বিষয়ক তৎকালীন ছবি। নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের মানচিত্র; সাম্রাজ্যের প্রসার(-সাল সহ)। নেপোলিয়ানের ক্ষমতালাভ ও অন্যান্য ঘটনা বিষয়ক সময় সারণি।

অধ্যায়- ৩ : ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ ঃ রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়বাদী ভাবধারার সংঘাত

জাতীয়তাবাদ বিষয়ক ধারণা : জাতি–রাষ্ট্র কী তার ধারণা ; রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দ্বন্দ্ব : ভিয়েনা সম্মেলন; মেটারনিক ব্যবস্থা।

১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব – এই দুই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্স ও ইউরোপে রাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সংঘাত কীভাবে রূপ পেয়েছিল তার উল্লেখ থাকবে।
ইটালি (রিসর্জিমেন্টো; ইয়ং ইটালি) ও জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ; সেখানে জাতি – রাষ্ট্র গঠনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা; বিসমার্ক-এর রক্ত ও লৌহনীতি; অটোমান সাম্রাজ্য ও বলকান জাতীয়তাবাদ; ক্রিমিয়ার যুদ্ধ; রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উদ্যোগে ভূমিদাস প্রথার অবসান ।

টুকরো কথা : জুলাই রাজতন্ত্র; ১৮৩০ এর জুলাই বিপ্লব ও রামমোহন রায়; জোলভারেইন; এমস টেলিগ্রাম; গ্রিক জাতীয়তাবাদ ও হেটাইরিয়া ফিলিকে।

(মানচিত্র, ছবি ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয়সমূহের তৎকালীন ছবি। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ইউরোপ, ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের কেন্দ্র ইটালি, জার্মানি ও অটোমান সাম্রাজ্যের মানচিত্র। আলোচ্য কালপর্ব ও বিষয়সমূহের সময় সারণি।)

অধ্যায় - ৪ : শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

শিল্পবিপ্লব কী ? কোন সময়ে, কোথায় শিল্পবিপ্লব হলো ? ইংল্যান্ড ও মহাদেশে শিল্প বিপ্লবের তুলনামূলক পরিচয় (রেখাচিত্র, সারণি ও মানচিত্রের মাধ্যমে)।

সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব: ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা - শিল্প সমাজের উদ্ভব ও তার মধ্যেকার বিভাজন; নতুন শহরের বিকাশ, গ্রাম থেকে শহরে অভিপ্রয়াণ; রাজনৈতিকভাবে বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ; অর্থনৈতিক সম্পদ বণ্টনে বিভাজন ও বৈষম্য; নতুন শ্রেণির উদ্ভব।

শিল্প সমাজের সমালোচনার নানা দিক - সমাজতান্ত্রিক সমালোচনা। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ও কাল মার্কস-এর সমালোচনা।

শিল্পবিপ্লব কীভাবে উপনিবেশের জন্ম দিয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা; কোন কোন শক্তি ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ তৈরি করল এবং কোথায় মানচিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষত রেলপথ, সুয়েজ খাল ও টেলিগ্রাফ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রত্ন হিসাবে ভারতের রফতানিকারী থেকে আমদানিকারীর ভূমিকা।

ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ - ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থনৈতিক দিক উদ্বৃত্ত সম্পদ বিক্রির বাজার; ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের সম্বন্ধ (এখানে উদাহরণস্বরূপ বহির্ভারতীয় এলাকাভিত্তিক আলোচনা বাঞ্ছনীয়। বিশেষত: চিন ও আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ); সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাত : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (শুরু পর্যন্ত); মানচিত্র, সময় সারণি ও চার্ট-এর মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রূপরেখা;

টুকরো কথা : শিল্প প্রযুক্তির বিপ্লব; ঘেটো; ফ্যাক্টরি প্রথা; শিল্প বিপ্লব ও নারীর অবস্থান; প্যারি কমিউন; সাঁ সিমোঁ ও শার্ল ফুরিয়ের; ত্রিশক্তি মৈত্রী ও ত্রিশক্তিআঁতাত; সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড।

(মানচিত্র, ছবি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচ্য বিষয়সমূহের বিভিন্ন তৎকালীন ছবি, সংবাদপত্রের বিবরণ, কার্টুন। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্রসমূহ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অগ্রগতির সাল তারিখ সহ মানচিত্র। আলোচ্য কালপর্ব ও বিষয়সমূহের সময় সারণি। আলোচ্য কালপর্ব ও বিষয় সমূহের উপর সংখ্যাতাত্ত্বিক সারণি।)

অধ্যায় -৫ : বিংশ শতকে ইউরোপ

রাশিয়া : জারতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র; রুশ বিপ্লব (১৯১৭) : সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পটভূমি। সময় সারণির মাধ্যমে রুশ বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা; সমকালীন বিশ্বের সমাজ-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উড্রো উইলসন ও চোদ্দো দফা নীতির প্রেক্ষিত; ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক সমীকরণ; জাতি সংঘ (League of Nations); ১৯২৯-এর মহামন্দা ও সমকালীন ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রভাব; ইউরোপের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে উত্থান।
উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারের ক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলির ভূমিকা, মহামন্দার ফলে অর্থনৈতিক সংকট ও ইটালি এবং জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী ও নাৎসিবাদী শক্তির উত্থান; স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিবাদী বনাম বিরোধী আদর্শের সংঘাত।

টুকরো কথা : নারদনিক আন্দোলন; লেনিন ও তাঁর চিন্তা; NEP; ভাইমার প্রজাতন্ত্র; হুভার মরাটোরিয়াম; ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ: রাজনীতি, অর্থনীতি ও জাতিবিদ্বেষ; স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও ভারতে প্রগতিশীল চিন্তা। মানচিত্র, ছবি ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয়সমূহের তৎকালীন বিভিন্ন ছবি, সংবাদপত্রের বিবরণ, কার্টুন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রাশিয়া, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ইউরোপ, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ইউরোপ প্রভৃতি মানচিত্র। আলোচ্য কালপর্ব ও বিষয়সমূহের সময় সারণি। আলোচ্য কালপর্ব ও বিষয়সমূহের উপর সংখ্যাতাত্ত্বিক সারণি।

অধ্যায় — ৬ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ বনাম গণতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা; মানচিত্রের সাল তারিখ সহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কেন্দ্রগুলির চিহ্নিতকরণ; সময় সারণির মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি সম্পর্কে আলোচনা; সোভিয়েত রাশিয়া-জার্মানি সংঘাত; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব; যুদ্ধাস্ত্রের প্রকৌশলগত পরিবর্তন; যুদ্ধের প্রকৃত বিশ্বজনীন রূপ ও যুদ্ধের ধ্বংসের ক্ষেত্রের গুণগত ও পরিমাণগত বদল; উগ্র জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ।

টুকরো কথা : ইঙ্গ-ফরাসি তোষণনীতি, রোম-বার্লিন-টোকিও জোট, লেনিনগ্রাদের লড়াই, পার্ল হারবারের ঘটনা, হিরোশিমা-নাগাসাকি।

মানচিত্র, ছবি ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয় সমূহের তৎকালীন বিভিন্ন ছবি, সংবাদপত্রের বিবরণ, কার্টুন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ইউরোপ, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ইউরোপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থানিক বিস্তার বিষয়ের সাল তারিখ সহ মানচিত্র। আলোচ্য কালপর্ব ও বিষয়সমূহের সময়সারণি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপ্তি ও প্রভাব বিষয়ক তুলনামূলক সংখ্যাতাত্ত্বিক সারণি।

অধ্যায় — ৭ : জাতি সংঘ (League of Nations) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)

রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা ও গঠনতন্ত্র।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, তার সনদ ও গঠনতন্ত্র।

নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচির কাম্য শিখন সামর্থ্য বিশ্লেষণ : কয়েকটি নমুনা

একক	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
ফরাসি বিপ্লব	ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি	● বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজের কাঠামো, কর ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, স্বৈরাচার ও দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা, সামাজিক ক্ষমতা ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্য ও সেই নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সংঘাত।	● সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে। সামাজিক - অর্থনৈতিক অসাম্যের চরিত্র অনুধাবন করতে পারবে।
	ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাক্রম	● সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে রাজতন্ত্রের সঙ্গে থার্ড এস্টেটের সংঘাত, থার্ড এস্টেটের সংঘবদ্ধ আন্দোলন, রাজতন্ত্রের পরাজয়, গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা, সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, বিপ্লবকালীন পরিস্থিতি ও সংস্কার, উগ্রবিপ্লববাদের উত্থান ও পতন।	● থার্ড এস্টেটের দাবিগুলি অনুধাবনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে। ● গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে। ● বিপ্লবকালীন পরিস্থিতির অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি অনুধাবন করতে পারবে। উগ্রবিপ্লববাদের আবেগ ও সমস্যার দিকগুলি বুঝতে পারবে।
	ফরাসি বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চরিত্র ও জনগণের অংশগ্রহণের প্রকৃতি	● ফরাসি বিপ্লবের সর্বস্তরের জনগণের যোগদান, বিপ্লব ও জনগণের সম্পর্ক, আমূল পরিবর্তন অর্থে বিপ্লব ধারণার প্রকাশ, নারী সমাজের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক, অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যম ও বিপ্লবের সম্পর্ক।	● গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জনগণের অংশগ্রহণের চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পারবে। ● গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নারীদের যোগদানের চরিত্র ও দাবীর বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারবে। ● গুজব প্রভৃতি অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যম কীভাবে বিপ্লবী পরিস্থিতিতে ভূমিকা নেয়, তা অনুধাবন করতে পারবে। প্রসঙ্গত অষ্টম শ্রেণিতে মহাত্মা গান্ধির আন্দোলনে গুজবের ভূমিকার প্রসঙ্গটি পূর্বপাঠের পুনরালোচনা হিসেবে আনা যেতে পারে। ● বিপ্লব অর্থে একটি নির্দিষ্ট স্থান ও কালের আমূল পরিবর্তনের ধারণাটি বুঝতে পারবে।

একক	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
উনবিংশ শতকের ইউরোপ : রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত	জাতীয়তাবাদ ও রাজতান্ত্রিক ভাবধারার দ্বন্দ্ব	● নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য - পরবর্তী ইউরোপের পুনর্গঠন, ভিয়েনা সম্মেলন, মেটারনিক ব্যবস্থা, রাজতান্ত্রিক ভাবধারার পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ। জাতি-রাষ্ট্রের উত্থানের পটভূমি ও জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা।	● রাজতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংঘাতের মূল অভিমুখগুলি বুঝতে পারবে। কেন সাধারণ জনগণ রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল, তার যুক্তিগুলি বুঝতে পারবে। ● জাতীয়তাবাদের আদর্শের উত্থানের পটভূমি ও বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করতে পারবে। জাতি-রাষ্ট্র ধারণাটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বুঝতে পারবে।
	১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব	● নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য - পরবর্তী ইউরোপের রাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের বিরোধিতায় ফ্রান্সসহ ইউরোপ জুড়ে গণআন্দোলন, ঐ আন্দোলনগুলির মাধ্যমে রাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংঘাত।	● রাজতন্ত্রের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংঘাতের চলমান ঐতিহাসিক বিন্দু হিসেবে ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলিকে অনুধাবন করতে পারবে। বিপ্লব যে একটি ঘটনামাত্র নয়, বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া—সে বিষয়টি বুঝতে পারবে।
	ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।	● ইটালি ও জার্মানিতে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা, জনগণের আন্দোলন ও কূটনৈতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের তুলনামূলক আলোচনা, ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের সংঘবদ্ধ প্রকাশ, রাজতন্ত্রের তরফে সংস্কারমূলক কর্মসূচি বনাম জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ।	● জাতি-রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে জনগণের আন্দোলন এবং কূটনৈতিক কার্যকলাপ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের তুলনামূলক গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। এক্ষেত্রে রক্ত-লৌহ নীতি বনাম কয়লা-লৌহ নীতি প্রভৃতি ধারণা বিশ্লেষণ থেকে ব্যক্তির কৃতিত্বের ঊর্ধ্বে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে বুঝতে পারবে। ● জাতীয়তাবাদের গণতান্ত্রিক বহিঃপ্রকাশ ও তার উগ্ররূপের পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে । উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারবে। ● জাতীয়তাবাদের ভাবধারার সামনে রাজতান্ত্রিক আপাত সংস্কারের অসারতা অনুধাবন করতে পারবে।

একইভাবে পাঠ্যসূচির অন্যান্য একক / উপএককগুলির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শ্রেণিশিখনে নির্মিতিবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ
নমুনা কাঠামো

একক : শিল্পবিপ্লব

উপএকক : শিল্পবিপ্লব ধারণা ও স্থান-কাল

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
1.	পর্যবেক্ষণ (Observation)	শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানারকম পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন। যেমন - i) তোমাদের অঞ্চলে কী কী শিল্প দেখেছ? ঐ শিল্পগুলি কী কী ভাগে ভাগ করা যায়? কেন তাদের আলাদা করে সাজালে বলো? ii) লৌহ-ইস্পাত শিল্প, গাড়ি কারখানা, ডোকরা শিল্প, মাদুর শিল্প, তাঁত শিল্প— এদের আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে সাজাও ইত্যাদি।
2.	পূর্বসূত্র স্থাপন (Contextualisation)	শিক্ষিকা/শিক্ষক এরপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক পরিবেশের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন। যেমন- i) শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান কী কী লাগে? ii) শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কীভাবে সংগ্রহ করা হয়? iii) ইংল্যান্ডে শিল্পস্থাপনের জন্য কী কী অনুকূল পরিবেশ ছিল? শিক্ষার্থীরাও দলের অন্য শিক্ষার্থীদের বা শিক্ষিকা/শিক্ষককে প্রশ্ন করতে পারে। যেমন— ইউরোপের এই সময়কে কেন শিল্পবিপ্লবের কাল বলা হয়?
3	জ্ঞানগত শিক্ষানবিশি (Cognitive apprenticeship)	যেসব বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান গঠনে বা প্রাথমিক ধারণা নির্মাণে এখনও ফাঁক বা খামতি রয়ে গেছে, শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে সেই খামতিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করবেন। যেমন - i) কেন ইংল্যান্ডেই প্রথম শিল্পবিপ্লব হলো? ii) ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ কীভাবে শিল্পবিপ্লবে সহায়ক হয়েছিল? iii) শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের সমাজ ও অর্থনীতিতে কী কী প্রভাব পড়েছিল? iv) শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কেমন ছিল? v) শিল্পবিপ্লব কেন ইংল্যান্ড ও মহাদেশে আলাদা পদ্ধতিতে হয়েছিল? vi) শিল্পবিপ্লবের কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্যবিক্রির বাজার হিসেবে উপনিবেশ বিস্তারের দরকার কেন হয়েছিল?

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
4	সহযোগিতা (Collaboration)	ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পবিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে ইংল্যান্ড ও মহাদেশের মানচিত্র এবং বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে জেনে নিতে পারবে যে কেন একই সময়ে সমস্ত ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হয়নি। ফলে পারস্পরিক আলোচনা ও বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সকলের সহযোগিতাভিত্তিক ধারণাগত সাম্য তৈরি হবে।
5	ব্যাখ্যা নির্মাণ (Interpretation Construction)	আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোনো একটি বিষয়ে নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রয়োজনে সেই ধারণা পরিমার্জন করবেন। যেমন - i) সপ্তদশ শতকে কী ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটা সম্ভব ছিল? ii) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে শিল্পবিপ্লবের সম্পর্ক কী? iii) শিল্পবিপ্লব মূলত কী ধরনের শিল্পকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিল?
6	বহুমুখী ব্যাখ্যা (Multiple Interpretation)	শিক্ষার্থীরা ইউরোপের নির্দিষ্ট উদাহরণের সঙ্গে অন্যান্য ভৌগোলিক অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে আলোচনা করতে পারবে। যেমন— i) বাংলায় নীল বিদ্রোহের সঙ্গে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সম্পর্ক কী? ii) শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে উপনিবেশ বিস্তারের সম্পর্ক কী? iii) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শিল্পবিপ্লবের জন্য আবশ্যিক— এই মতামত বিষয়ে তোমার বক্তব্য কী?
7.	বহুমুখী উপস্থাপনা (Multiple Manifestation)	শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে উপনিবেশ বিস্তার ও বিশ্বযুদ্ধ তথা সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গটি পরিপ্রেক্ষিতনির্ভরভাবে ধারণা করতে পারবে শিক্ষার্থীরা। অর্থাৎ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধারণা ও ঘটনার মধ্যের কার্য-কারণ সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতা বিকশিত হবে।

একক : ফরাসি বিপ্লব

উপএকক : ফরাসি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
1.	শিক্ষার্থীকে কাজের সঙ্গে যুক্ত করা (Engagement Phase)	এই পর্যায়ে নানা আলোচনা, সক্রিয়তামূলক কাজ (activity) ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যায়। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের পূর্বার্জিত ধারণাগুলি সম্বন্ধে জানার চেষ্টাও এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। শিক্ষার্থীদের পূর্বার্জিত শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান শিখন অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ স্থাপন আর পরবর্তী সক্রিয়তামূলক কাজগুলির ভিত্তিস্থাপনও এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। যেমন - i) ইউরোপের মানচিত্রে ফ্রান্স দেশটির অবস্থান নির্ণয় করো। ii) বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফ্রান্সের মানচিত্রের সঙ্গে এখনকার ফ্রান্সের মানচিত্রের কী কী মিল-অমিল দেখতে পাচ্ছো? iii) বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজকে কী ধরনের সমাজ বলা যায়? iv) কেন ঐ সময়ের ফরাসি সমাজের রেখচিত্র আঁকলে তা ত্রিভুজাকৃতি হবে? v)বিপ্লব বলতে কী বোঝ? vi) ফ্রান্সের বিপ্লবের মূল স্লোগান কী ছিল? ইত্যাদি।
2.	অনুসন্ধান করা (Exploration Phase)	শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দলে মিলে বিভিন্ন কাজ করবে। পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়টি সম্বন্ধে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তথ্য বা অন্যান্য সাহায্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য (facilitate) করবেন। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান স্পৃহাই এই পর্যায়ে তাদের জ্ঞানগঠনে সহায়তা করবে। যেমন - i) ফরাসি অর্থনীতি কীভাবে বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরি করেছিল? ii) দার্শনিকরা কেন বিপ্লবের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন? ইত্যাদি।
3.	ব্যাখ্যা করা (Explanation Phase)	এতক্ষণ ধরে যা জানলো, সেগুলো ব্যাখ্যা করার সুযোগ শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে পাবে। এই আলোচনা শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে বা শিক্ষিকা/শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চলতে পারে। এই আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণাগুলি প্রকাশ করতে পারবে আর নতুন ধারণা গঠন করা শুরু করবে। যেমন— ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের সমকালীন সমাজ ও অর্থনীতির থেকেই জন্ম নিয়েছিল নাকি দার্শনিকদের বক্তব্যই বিপ্লব ঘটিয়েছিল? শিক্ষিকা/শিক্ষক এক্ষেত্রেও Facilitator-এর ভূমিকা পালন করবেন।

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
4	বিস্তৃত করা (Elaboration Phase)	এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য আরো সক্রিয়তামূলক কাজের মধ্য দিয়ে যা জেনেছে, সেই ধারণাগুলিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে, অন্যান্য সম্পর্কিত ধারণাগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করার চেষ্টা করবে আর সমকালীন ইতিহাসের ঘটা নানা ঘটনার কার্য-কারণনির্ভর ব্যাখ্যা দিতে তাদের অর্জিত ধারণাগুলিকে ব্যবহার করবে। যেমন - i) ফরাসি বিপ্লব না বলে ফরাসি বিদ্রোহ বললে ঠিক না ভুল হতো? ii) অভিজাত ও সাধারণ মানুষ বিপ্লবকে আলাদাভাবে দেখেছিল— মতামতটি ব্যাখ্যা করো। iii) সময়সারণির সাহায্যে ফরাসি বিপ্লবের কালানুক্রমিক গতি ব্যাখ্যা করো। ইত্যাদি।
5.	মূল্যায়ন (Evaluation Phase)	এই পর্যায়টি একটি প্রবহমান (ongoing) পদ্ধতি। এই পর্যায়টি শিক্ষিকা/শিক্ষককে বুঝতে সাহায্য করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগঠন সঠিক হয়েছে কিনা। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা জরুরি যে জ্ঞানগঠনের সবকটি পর্যায়েই কিন্তু মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়নে নানা ধরনের evaluation tool ব্যবহার করা যেতে পারে।

কীভাবে শিখবে (Learning Indicators)

(i) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা সম্বন্ধে নিজের ভাষায় বলতে পারে।
(ii) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারে।
(iii) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক উদাহরণ উল্লেখ করতে পারে।
(iv) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা সংক্রান্ত আলোচনা চলাকালীন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারে।
(v) শিক্ষার্থীরা পরিবেশ থেকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ উল্লেখ করতে পারে।
(vi) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারে।
(vii) শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞানের যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : প্রস্তাবনা ও প্রয়োগ কৌশল কাঠামো

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন: প্রয়োগবিধির নির্দেশিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পর্ষদের অনুমোদনপ্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে জানুয়ারি 2015 থেকে অনুসরণের জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতির রূপরেখা বিষয়ক একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটির বিস্তারিত সুপারিশের ভিত্তিতে 2015 শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণির প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক বর্তমান নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হলো :

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ছয় ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হবে—1. সমীক্ষা (Survey), 2. প্রকৃতি পাঠ (Nature Study),3. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study), 4. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing), 5. মডেল নির্মাণ (Model Making), 6. শিখন সামগ্রীর সহায়তা নিয়ে মূল্যায়নে অংশগ্রহণ (Open Text-book Evaluation)।

পাঠ্য 7টি বিষয়েই অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি শিক্ষাবর্ষে যে-কোনো তিনটি নির্বাচন করতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ের জন্য একটি করে পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এইভাবে শিক্ষাবর্ষে মোট তিনটি পদ্ধতির চর্চা চলবে। প্রতিটি বিষয়ের এক বা একাধিক শিক্ষিকা/শিক্ষক তাঁদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা অনুসারে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ছয়টির মধ্য থেকে যে-কোনো তিনটি নির্বাচন করতে পারবেন। কোনো একটি শ্রেণিতে একটি পদ্ধতিকে একবারই ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ একটি শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ে আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হবে।

1. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের কাজটি সার্থক শিখনের উদ্দেশ্যে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।
2. প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের আগের পর্বে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিসরে চাপমুক্ত ও শিক্ষার্থীর বিবেচনাশক্তির প্রসার ও জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল হবে।
3. মূল্যায়নের পদ্ধতি শ্রেণিশিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে এবং শিক্ষার্থীর বিবেচনাশক্তির প্রসার ও জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল হবে।
4. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলাকালীন সৃজনশীল শিক্ষণ এবং নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রত্যাশিত, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীদের বিচিত্র ও বিভিন্ন চাহিদা ও দক্ষতার প্রতি নজর রাখা জরুরি। সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকে যেন লাভবান হয় সেদিকে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।
5. প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থী-বান্ধব পদ্ধতিতে এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমীক্ষা, প্রকৃতিপাঠ, ক্ষেত্র বিশ্লেষণ, সৃষ্টিশীল রচনা, মডেল নির্মাণ এবং শিখন-সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়নের ছয়টি ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজের প্রকৃতি ও কাঠিন্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পদ্ধতিও নিরূপণ করবেন। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের উপযোগী কিছু কিছু নমুনা অনুশীলনী এখানে দিয়ে দেওয়া হলো।

6. আশা করা যায় মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থী কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী পদ্ধতিটিই প্রাধান্য পাবে। পরিণামী সিদ্ধান্তটি নয়, বরং শিক্ষার্থী'র চিন্তা প্রক্রিয়াটি মূল্যায়নের আওতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

7. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে সম্পাদিত যাবতীয় কাজের লিখিত নথি, যা শ্রেণি-শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ও মূল্যায়িত এবং অভিভাবক কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে, নবম শ্রেণি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছাত্রকে তা সংরক্ষণ করতে হবে এবং যে-কোনো ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

8. অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পিত উদ্ভাবনী শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় একজন ছাত্র/ছাত্রী নিম্নলিখিত উপায়ে তার দক্ষতাগুলি প্রকাশের সুযোগ পাবে :

- একটি বিষয়/ঘটনা/পরিস্থিতি/ছবিকে নিজের ভাষায় বর্ণনা।
- পরবর্তী অনুসন্ধান— একটি বিষয়/ঘটনা/পরিস্থিতি/ছবিকে ভিত্তি করে নতুন উদাহরণ, বিকল্প ব্যাখ্যা, নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নতুন শব্দসম্ভার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ানুগ উদ্ভাবনী মতামত ও সুপারিশ প্রদান।
- বিভিন্ন সূত্র, ধারণা, কথোপকথন প্রভৃতির সম্প্রসারণ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ের নিরিখে কোনো ধারণার উপস্থাপন অথবা সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সুপারিশ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ের নিরিখে বিভিন্ন বিষয়/ঘটনা/পরিবেশ/পরিস্থিতি -অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমান ও উত্তর অনুসন্ধান।
- শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র ও মৌলিক সৃষ্টিশীলতার প্রতি সর্বদা সতর্ক নজর রাখতে হবে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পদ্ধতি-সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা

1. সমীক্ষা (Survey) :

কোনো একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা পূর্ব-নির্দেশিত অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ফলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত অর্জনে সাহায্য করে, আমরা সেই প্রক্রিয়াটিকেই সমীক্ষা বলে থাকি (ডেভিন কোয়ালজিক্, 2013)। অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমীক্ষার প্রক্রিয়াটি বিষয়-কেন্দ্রিক, সুতরাং তা সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটায়। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সচেতন তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সংগৃহীত তথ্য এবং বিশ্লেষণের নিরিখে শিখন-সহায়ক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সমর্থ হয়।

2. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study) :

কোনো একটি ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে গড়ে তোলা হয়। সাধারণত এই ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বাস্তবগ্রাহ্য, জটিল এবং দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই ঘটনাক্রমের মধ্যে নিহিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীরা তাঁদের অর্জিত সামর্থ্য প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ বা সমাধানে তৎপর হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেমন গভীরভাবে ভাবতে শেখে, ঠিক তেমনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করে। এই ক্ষেত্রে কোনো একটি শিখন-একক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তলিয়ে ভাবার গুরুত্বকে যেমন উপলব্ধি করে, তেমনই একইভাবে বিষয় নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতটির অবস্থা-পরিস্থিতি বা মূল্যবোধের যথার্থকে অনুধাবন করতে অনুপ্রাণিত হয়।

3. প্রকৃতিপাঠ (Nature Study) :

প্রকৃতিপাঠকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবলে বলা যায়, কোনো কিছুকে আমরা যেভাবে দেখি এবং সেই দেখার নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে যে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, প্রকৃতিপাঠ সেই পদ্ধতিটিরই নির্যাস (হাইড বেইলি, 1904)। শিখনের অঙ্গ হিসেবে চারপাশের গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার দক্ষতা প্রকৃতিপাঠের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রকৃতিপাঠের মাধ্যমে যুক্তি-নির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতনতার সার্থক সমন্বয় ঘটে।

4. মডেল নির্মাণ (Model Making) :

মডেল হলো একটি কাঠামো বা নমুনা বা খসড়া (যা বস্তুর প্রকৃত আকারের থেকে ছোটো বা বড়ো হতে পারে)। আবার সত্যিকারের বাস্তব জিনিস ছাড়াও মডেল একটি সম্পূর্ণ মানস-পরিকল্পিত গঠনও হতে পারে (ম্যুলার সায়েন্স, 1971)। মানব মনের কোনো ধারণা বা কাল্পনিক চিন্তার যুক্তিসিদ্ধ প্রকাশ ঘটে মডেল নির্মাণের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে কোনো বিমূর্ত ধারণা বা চিন্তাকে বাস্তবগ্রাহ্য মূর্তরূপ দিতে শেখে। কোনো বিমূর্ত ধারণার দ্বি-মাত্রিক বা ত্রি-মাত্রিক রূপ মডেলের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। মডেল নির্মাণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যেমন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে, তেমনই একইসঙ্গে সমস্যা সমাধানে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যও অর্জিত হয়।

5. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing) :

সৃষ্টিশীল রচনার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে বিষয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন শিখন সামর্থ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে, সৃষ্টিশীল রচনা নামক পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারিক চর্চা তাঁর বহুমুখী শিখন-পরিকল্পনাকে যথার্থ রূপ দেয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির লিখিত প্রকাশে যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পরিস্ফুট হয়, তখন সে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সহায়তায় সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টির নান্দনিক মূল্যকে মূল্যায়নের সামর্থ্য অর্জন করে।

6. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation) :

এই শিখন প্রক্রিয়াটি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। শিখনের মূল উদ্দেশ্য যে নীতিকে অবলম্বন করে সার্থকতা লাভ করে, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটিতেও তার প্রতিফলন ঘটে। শ্রেণিশিখনের যথাযথ আদানপ্রদান এবং সার্বিক অংশগ্রহণও এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য। তাই অর্জিত শিখন সামর্থ্যের চর্চা কিংবা প্রতিফলনেই এটি সীমাবদ্ধ থাকে না, শিখন-দক্ষতাকে নানান ভাব ও রূপে কাজে লাগানোর এবং প্রকাশ করার সামর্থ্যেরও মূল্যায়ন ঘটে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বহুমাত্রিক শিখন-পরিকল্পনা গ্রহণে দক্ষ হয়ে ওঠে—যেমন সে একাধিক পাঠ্যবিষয়ের তাৎপর্যবাহী অংশটি আবিষ্কার করতে শেখে, ঠিক তেমন অতিরিক্ত বা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পরিহার করতে প্রয়াসী হয়। ফলস্বরূপ সে একাধিক পাঠের অন্যান্য তথ্য-তত্ত্বের বেড়াজাল ডিঙিয়ে, সংশ্লিষ্ট পাঠটির কেন্দ্রীয় ভাবনা বা ধারণাটির মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ ও প্রয়োগকৌশল

পাঠক্রম কেন্দ্রিক ও শ্রেণিশিখন নির্ভর

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
১. সমীক্ষা **(Survey)**	● নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখে পরিচিত এবং অপরিচিত উপাদানের তথ্য সংগ্রহ। ● কাজের পর্যায়ক্রম নির্ধারণ ও অনুসরণ করা। ● সংগৃহীত তথ্যের একত্রীকরণ ● একত্রিত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। ● সিদ্ধান্ত নথিবদ্ধকরণ এবং মূল্যায়ন।	● তথ্যসংগ্রহ। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামার্থ্য অর্জন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত দেওয়া হবে। সেই প্রেক্ষিতের নিরিখে শিক্ষার্থীরা দলগত/ এককভাবে তথ্যসংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ -মূল্যায়ন সম্বলিত নথি শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
২. প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)	● চারপাশের পরিবেশ (গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ সম্বলিত বিভিন্ন ঘটনা) পর্যবেক্ষণ। ● পঞ্জিকরণ। ● পঞ্জিকৃত তথ্যের অনুধাবন।	● পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয় দেওয়া হবে। তারা সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে দলগত/ এককভাবে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। শিক্ষিকা/ শিক্ষকের কাছে তা জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)	● নির্দিষ্ট ঘটনার নিরিখে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় উপলব্ধি। ● সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি নির্ধারণ। ● পরিস্থিতির বিচারে সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানটি নিরূপণ।	● দলগত / এককভাবে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় বিশ্লেষণ। ● সমাধান নির্ণয়। ● সমাধানসূত্র আদান-প্রদানের সামর্থ্য অর্জন।	● প্রদত্ত অবস্থা / ঘটনা / প্রেক্ষিত / পরিস্থিতি-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা দলগত / এককভাবে সমস্যা সমাধানের সচেষ্ট হবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)	● সৃষ্টিশীল ভাবনার পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও লিখিত মৌলিক প্রকাশ।	● কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা / বিষয়ে শিক্ষার্থী তার মৌলিক ধারণা ও ভাবনার সৃজনশীল প্রকাশ / বর্ণনার অর্জন করবে।	● শিক্ষার্থীরা কাল্পনিক সংলাপ, অনুচ্ছেদ, আখ্যান ইত্যাদি রচনা করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৫. মডেল নির্মাণ (Model Making)	● বিমূর্ত ভাবনা বা ধারণাকে মূর্ত করা। ● সৃজনশীল এবং পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়কে বিশদে ব্যাখ্যা করা।	● উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত সহযোগে কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার সক্ষমতা।	● শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকমের মডেল, কাঠামো, চার্ট, সময়-সারণী (দ্বি-মাত্রিক / ত্রি-মাত্রিক) প্রভৃতি করবে।	● বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৬. পাঠ্য পুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Text-book Evalution)	● কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং তার কার্যকর ব্যবহার। ● কোনো ঘটনার মর্মার্থ অনুধাবন করে, সেই অনুসারে কাজ করা।	● সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ঘটনাকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন। ● প্রদত্ত প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জন	● শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত পাঠ-সম্ভারের ভিত্তিতে নির্মিত প্রশ্নাবলির (প্রায়োগিক সিদ্ধান্তমূলক ও মূল্যবোধ-সম্পর্কিত) উত্তর অনুসন্ধান করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : নমুনা ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

● সমীক্ষা (Survey)

১। সপ্তদশ শতকের ইউরোপের মানচিত্র এবং বিংশ শতকের ইউরোপের মানচিত্র নাও। এই দুটি মানচিত্রের মধ্যে সীমানা, রাজ্য ও দেশের নাম এবং অন্যান্য বিষয়ে কী কী মিল ও অমিল দেখতে পাচ্ছ? সেই সমস্ত বিষয়গুলি লিপিবন্ধ করো।

- (মানচিত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায় : প্রাক্‌কথন), (বরাদ্দ সময় : এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাস চর্চার উপাদান হিসেবে মানচিত্রচর্চার ও পদ্ধতি হিসেবে ক্ষেত্র সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র তথা ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানার বিবর্তন প্রভৃতি বুঝতে পারছে কি না সেটিই উদ্দেশ্য। কেন, কীভাবে মানচিত্রের সীমানা বিবর্তিত হয়, সেটাও বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। তারা যে স্থানকালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে মানচিত্রের বদল ঘটে, সেটা বোঝার উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজ।
- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত আগের একটি মানচিত্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরের একটি মানচিত্র নাও। এই দুটি মানচিত্রের মধ্যে সীমানা, রাজ্য ও দেশের নাম এবং অন্যান্য বিষয়ে কী কী মিল ও অমিল দেখতে পাচ্ছ? সেই সমস্ত বিষয়গুলি লিপিবন্ধ করো।

- (মানচিত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায় : ৫ ও ৬), (বরাদ্দ সময় : এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে মানচিত্রচর্চার ও পদ্ধতি হিসেবে ক্ষেত্র সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা মানচিত্র তথা ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানার বিবর্তন প্রভৃতি বুঝতে পারছে কিনা সেটিই উদ্দেশ্য। কেন, কীভাবে মানচিত্রের সীমানা বিবর্তিত হয়, সেটাও বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। তারা যে স্থান-কালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে মানচিত্রের বদল ঘটে, সেটা বোঝার উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

● প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)

১। ইউরোপের শিল্প বিপ্লব পরিবেশের উপর কীরকম প্রভাব ফেলেছিল? প্রকৃতি ধ্বংস না করে শিল্পোদ্যোগ কীভাবে নেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে তুমি কয়েকটি প্রস্তাব দাও।

- (জনজীবন ও পরিবেশের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও তার নিরিখে ইতিহাসের বিবর্তন বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা অধ্যায় : ৪), (বরাদ্দ সময় : ৩০ মিনিট)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার সঙ্গে পরিবেশ তথা ভূগোলচর্চার গুরুত্ব ও পরিবেশ ইতিহাসচর্চার (environmental history) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় পরিবেশ ও মানুষ তথা সমাজ তথা ইতিহাসের পরস্পর-নির্ভরতার প্রসঙ্গ ও সে বিষয়ে নানা উদাহরণ উঠে আসা জরুরি। মানুষের নানা কাজে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে কীভাবে পরিবেশ প্রভাবিত হয়েছে, পরিবেশের সংকট কীভাবে ইতিহাসের সংকট তৈরি করছে সেসব প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করার উপরে জোর দেওয়া দরকার। তারা যে স্থান-কালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার পরিবেশ বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের পরিবেশ কীভাবে বদলেছে, সেটা বোঝার উপরে জোড় পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করার পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়েছে। পরিবেশ ও মানুষের উপরে পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো। যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য তুলে ধরে দুটি স্লোগান লেখো।

- (জনজীবন ও পরিবেশের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও তার নিরিখে ইতিহাসের বিবর্তন বিশেষত যুদ্ধের প্রভাব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায় : ৪), (বরাদ্দ সময় : এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার সঙ্গে পরিবেশ তথা ভূগোলচর্চার ও সামাজিক উদ্যোগ সমূহের গুরুত্ব এবং পরিবেশ ইতিহাসচর্চার (environmental history) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় পরিবেশ ও মানুষ তথা সমাজ তথা ইতিহাসের পরস্পর-নির্ভরতার প্রসঙ্গ ও সে বিষয়ে নানা উদাহরণ উঠে আসা জরুরি। মানুষের নানা কাজে ইতিহাসের নানা পর্যায় কীভাবে পরিবেশ প্রভাবিত হয়েছে, পরিবেশের সংকট কীভাবে ইতিহাসের সংকট তৈরি করছে সেসব প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করার উপরে জোড় পড়া দরকার। সেই নিরিখে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও তাতে অস্ত্র বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার কীভাবে পরিবেশে প্রভাব ফেলেছে তার বোধগম্যতায় জোর পড়া দরকার। তারা যে স্থান-কালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার পরিবেশ বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। যুদ্ধের ফলে ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের পরিবেশ কীভাবে বদলেছে, পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধবিরোধী দাবিগুলি তোলা কেন জরুরি সেটা বোঝার উপরে জোর দিতে হবে এই জাতীয় কাজে।

- সেই বোধগম্যতা ও তার ছাপ স্লোগানে ধরা পড়ছে কিনা, সেইসবের নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

● ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফে আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং গণস্বাস্থ্য বিষয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। শিক্ষা ও গণস্বাস্থ্য বিষয়ে সমীক্ষা চালানোর জন্য কী কী প্রশ্ন করা যেতে পারে সেগুলি যুক্ত করে একটি সমীক্ষাপত্র বানাও।

- (আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও জনজীবন ও পরিবেশে তার প্রভাব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায় : ৭), (বরাদ্দ সময় : এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান ও পদ্ধতি হিসেবে বিষয় সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় পরিবেশ ও মানুষ তথা সমাজ তথা ইতিহাসের পরস্পর-নির্ভরতার প্রসঙ্গ ও সে বিষয়ে নানা উদাহরণ উঠে আসা জরুরি। সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের মানোন্নয়নের প্রতি সার্বিক ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ ও সেই লক্ষ্যে কাজ করার নানা উদ্যোগ-উদাহরণ বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। সেই নিরিখে জাতিপুঞ্জের কাজ ও তার গুরুত্ব বোধগম্যতায় জোর পড়া দরকার। শিক্ষার্থীর নিজস্ব সমাজ ও জনজীবন বিষয়ে তার ধারণার মূল্যায়ন ও তার বিকাশ বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। পাশাপাশি, সমীক্ষাপত্র বানানোর মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশ্ন বানাতে পারার দক্ষতা বিচারের উপর জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- সেইসব বোধগম্যতা ও তার ছাপ সমীক্ষাপত্রের প্রশ্নাবলির মধ্যে পড়ছে কিনা, তার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

২। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের আগে ফরাসি সমাজ-কাঠামোর একটি রেখচিত্র বানাও। ওই রেখাচিত্রটি কোন ধরনের সমাজব্যবস্থা বিষয়ে খাটে? বিপ্লব-পরবর্তী ফরাসি সমাজ-কাঠামোর একটি রেখচিত্র বানাও। এই দুটি রেখচিত্রের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করো।

- (বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোয় সমাজ ও জনজীবনের রূপরেখা ও তার বিবর্তন বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায় : ১), (বরাদ্দ সময় : এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষক/শিক্ষিকা এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান ও পদ্ধতি হিসেবে বিষয় সমীক্ষার গুরুত্ব এবং রেখচিত্র, উপাত্ত (graph, statistics and dataset) প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোয় সমাজ ও জনজীবনের রূপরেখা ও তার বিবর্তনের প্রসঙ্গ ও সে বিষয়ে নানা উদাহরণ উঠে আসা জরুরি। কীভাবে বিভিন্ন জ্যামিতিক কাঠামোর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তুলে ধরা যায় সেটি বিশ্লেষণ করার উপরে জোর

পড়া দরকার। সেই নিরিখে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে ত্রিভুজাকৃতি কাঠামোর সম্পর্ক ও তার বিবর্তনের বোধগম্যতায় জোর পড়া দরকার। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা ও তার নিজস্ব সমাজ ও জনজীবন বিষয়ে তার ধারণার মূল্যায়ন ও তার বিকাশ বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। পাশাপাশি, জ্যামিতিক কাঠামোর বিষয়ে ভাবতে পারার জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক দক্ষতা বিচারের উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।

- সেই সবের নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

● সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)

১। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ন বোনোপার্ট বন্দী রয়েছেন। তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য তুমি একটি প্রশ্নপত্র বানাও। ওই প্রশ্নগুলির মধ্যে দিয়ে নেপোলিয়নের কাজ ও চিন্তা যাতে ধরা পড়তে পারে, সেইমতো প্রশ্ন নির্বাচন করো।

- (বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কর্মকৃতি ও তাঁদের উপরে সমকালীন সময়ের সার্বিক প্রভাব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সেই অনুযায়ী মৌলিক সৃজনশীল রচনা, অধ্যায় : ২), (বরাদ্দ সময় : এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সৃজনশীল উপাদানের (যেমন : সাক্ষাৎকার, প্রতিবেদন প্রভৃতি) নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব এবং সেসবের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ নির্ভর ইতিহাসচর্চা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক ও সমাজকাঠামো থেকে উঠে আসা ব্যক্তিদের নৈর্ব্যক্তিক কার্যাবলির মূল্যায়ন উঠে আসা জরুরি। কীভাবে একজন ব্যক্তির কাজে তার ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাপ ফেলে নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেটি বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। সেই নিরিখে নেপোলিয়নের জন্য প্রশ্নপত্রটি কেমন হতে পারে তার বোধগম্যতায় জোর পড়া দরকার। ব্যক্তিপূজার বদলে সমকালীন সময়ের মধ্যে থেকে ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ নিয়ে চর্চাই যে ইতিহাসচর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীর ধারণার নির্মাণ, বিকাশে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। পাশাপাশি, অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের (যেমন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যোগদানকারী একজন সাধারণ যোদ্ধা, কাউন্ট ক্যাভুর বা জারের রাশিয়ার একজন ভূমিদাস) ক্ষেত্রে কিরকম বিষয়ে প্রশ্ন নির্বাচন করা যায় সেটা ভাবতে পারার জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক দক্ষতা বিচারের উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- সেইসবের নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

২। ধরো শিল্পবিপ্লবের সময়ে ইংল্যান্ডের একটি কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি গিয়েছেন। সেই ব্যক্তি তাঁর শহুরে কারখানার অভিজ্ঞতা ডায়েরিতে লিখে রাখেন। সেই ডায়েরির কোনো একটি সপ্তাহের বিবরণ কেমন হতে পারে, তা ডায়েরির আকারে লেখো।

- (বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ের সার্বিক প্রভাব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সেই অনুযায়ী মৌলিক সৃজনশীল রচনা, অধ্যায়: ৪), (বরাদ্দ সময়: এক পিরিয়ড)।

গোড়াতেই শিক্ষকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সৃজনশীল উপাদানের (যেমন: ডায়েরি, চিঠি, আত্মজীবনী, বংশলতিকা প্রভৃতি) নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব এবং সেসবের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণনির্ভর ইতিহাসচর্চা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন:

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক ও সমাজকাঠামোর নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন উঠে আসা জরুরি। কীভাবে একজন ব্যক্তির কাজে তার ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাপ ফেলে নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেটি বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। সেই নিরিখে ঐ কথোপকথনটি কেমন হতে পারে তার বোধগম্যতায় জোর পড়া দরকার। পাশাপাশি, অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের (যেমন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে যুদ্ধে যোগদানকারী একজন ফরাসি ও একজন জার্মন সাধারণ যোদ্ধা, ইতালির ঐক্য কীভাবে হবে সেবিষয়ে কাউন্ট ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডি, শিল্পবিপ্লবের কালে দুজন মহিলা শ্রমিক প্রভৃতি) ক্ষেত্রে কিরকম কথোপকথন হতে পারে সেটা ভাবতে পারার জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক দক্ষতা বিচারের উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে। (নবম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট প্রফেসর শঙ্কুর পাঠ্যগুলি থেকে ডায়েরির কাঠামো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা তৈরি হবে।)
- সেইসবের নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

৩। তোমার পাঠ্য ইতিহাসের বইটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বেশ কয়েকটি কার্টুন আছে। সেই কার্টুনগুলির মাধ্যমে ঐ সময়ের যে সমস্ত মনোভাব / দৃষ্টিভঙ্গি তোমার চোখে স্পষ্ট হচ্ছে, সেগুলি লেখো।

- বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ের সার্বিক প্রভাব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সেই অনুযায়ী মৌলিক সৃজনশীল রচনা, অধ্যায়: ৫ ও ৬), (বরাদ্দ সময়: এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাস চর্চার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সৃজনশীল উপাদানের (যেমন: ছবি, কার্টুন, অলংকরণ, পোস্টার, সিনেমা, ডাকটিকিট ইত্যাদি প্রভৃতি) নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব এবং সে সবের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ নির্ভর ইতিহাস চর্চা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা ও মূল্যায়ন:

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক ও সমাজকাঠামোর নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন উঠে আসা জরুরি। কীভাবে ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতার উপরে জোর পড়া দরকার। সেই নিরিখে ঐ কার্টুনগুলির মাধ্যমে কী বক্তব্য ফুটে উঠছে, তার নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ করার পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর বোধগম্যতায় জোর পড়া দরকার।
- সেই সবের নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

● মডেল নির্মাণ (Model Making)

১। ইতালি ও জার্মানি ঐক্য আন্দোলন এবং রুশ বিপ্লব-এর ঘটনাক্রমগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে, ঘটনাগুলির বিষয়ে অতি-সংক্ষিপ্ত টাকাসহ একটি সময় সারণি বানাও।

- (সময় সারণির তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায়: ৩), (বরাদ্দ সময়: এক পিরিয়ড)।

  গোড়াতেই শিক্ষকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে সময় সারণি বিশ্লেষণের নানা পদ্ধতি এবং সময় সারণি সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা সময় সারণি নির্মাণ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রভৃতি বুঝতে পারছে কি না সেটিই উদ্দেশ্য। কেন, কীভাবে সময় সারণি ইতিহাস চর্চায় ব্যবহৃত হয়, সময় সারণির মাধ্যমে কীভাবে তথ্য উপস্থাপনা ও সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়, সেটাও বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। তারা যে স্থান-কালের ইতিহাসচর্চা করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। অর্থনীতি/সমাজ/রাজনীতির প্রভাবে কীভাবে সময় সারণির বদল ঘটে, সেটা বোঝার উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

২। শিল্পবিপ্লবের সময়ের ইওরোপের একটি মানচিত্রের রূপরেখা আঁকো। সেই মানচিত্রের মধ্যে ইওরোপের কোথায় কোথায় শিল্পবিপ্লব হয়েছিল, সাল উল্লেখ করে সেই অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করো।

- মানচিত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায়: ৪), (বরাদ্দ সময়: এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে মানচিত্র চর্চার ও মানচিত্র বিশ্লেষণের নানা পদ্ধতি এবং মানচিত্র সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন:

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা মানচিত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ তথা ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানার বিবর্তন প্রভৃতি বুঝতে পারছে কি না সেটিই উদ্দেশ্য। কেন, কীভাবে মানচিত্রের সীমানা বিবর্তিত হয়, মানচিত্রের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য উপস্থাপনা ও সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যায়, সেটাও বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। তারা যে স্থান-কালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। অর্থনীতি/সমাজ/রাজনীতির প্রভাবে কীভাবে মানচিত্রের বদল ঘটে, সেটা বোঝার উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- এই সব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

• পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)

‘একসময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে সাবেককালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেই খানেই — জমাখরচ সব একজায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্বপ্রবাহের দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে — তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল জগতে আর-কখনো ছিল না।

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষবেলায় ছাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গসগস করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করি না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।'

— 'লড়াইয়ের মূল', *কালান্তর*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

১। ইওরোপে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তারের সম্পর্কে কী?

২। 'জর্মনির ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল' বলতে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? ঐ বিলম্ব কেন হয়েছিল?

৩। 'জর্মনির গায়ের জোরে পাত কাড়তে' যাওয়ার ফল কী হয়েছিল? এই বিবাদের জন্য কারা দায়ী ছিল?

- (পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন ধারণার (concepts and ideas) সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ পাঠ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা, অধ্যায়: ৪), (বরাদ্দ সময়: এক পিরিয়ড)।
- গোড়াতেই শিক্ষকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। পাঠ্য বিষ?ের অন্তর্গত নানা ধারনার নিরিখে এই জাতীয় পাঠ্য (text) বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার। তবে এই জাতীয় পাঠ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার যে, ঐ পাঠ্যটি জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং অঞ্চলিক/অর্থনৈতিক/সংস্কৃতিগত বৈষম্যমুক্ত হতে হবে। ঐ পাঠ্যটি থেকে কোনো একপেশে ও ভ্রান্তিজনক ধারণা (biased ideas and opinions) নির্মাণের সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেবিষয়েও যত্ন নেওয়া আবশ্যক। মূলত, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছবি, সিনেমা, তথ্যচিত্র, সমকালীন সংবাদপত্র প্রতিবেদন, তথ্যরাশি (dataset) প্রভৃতি সমকালীন কোনো রচনা (contamporary text) ও পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ধারণাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা মান্য গবেষণাসিদ্ধ ঐতিহাসিকের রচনা থেকে পাঠ্য নির্বাচন করাই কাম্য।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন:

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে লব্ধ ধারণাসমূহের সম্বন্ধ নির্ধারণ করতে পারছে কি না সেটিই উদ্দেশ্য। প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার মাধ্যমে আহৃত ধারণা বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। তারা যেসব ধারণা (concepts and ideas) অনুশীলন করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। পাঠ্য বিষয় আরও গভীরে বোঝার ও বিশ্লেষণ করতে পারার (critical thinking and critcally analysing) উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- এই সব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

মূল্যায়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকা

(প্রতিটি পদ্ধতির জন্য পূর্ণমান ১০। নীচে পূর্ণমানের বিভাজন দেখানো হলো।)

১) সমীক্ষা			
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও ক্রম অনুযায়ী একত্রীকরণ	বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা	সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নের উপস্থাপনা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
2	2	2	4
২) প্রকৃতি পাঠ			
পর্যবেক্ষণ	পঞ্জীকরণ	অন্তর্বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপনা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
2	2	2	4
৩) ক্ষেত্র বিশ্লেষণ			
সমস্যা ও বিচার্য বিষয়ের উপলব্ধি	সম্ভাব্য সমাধান সূত্র নির্ণয়	পরিস্থিতির বিচারে শ্রেষ্ঠ সমাধানের নির্দিষ্টকরণ	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
2	2	2	4
৪) সৃষ্টিশীল রচনা			
ভাবনার প্রকাশ ক্ষমতা	পরিমার্জন ও পরিবর্ধন	লেখার মৌলিকতা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
2	2	2	4
৫) মডেল নির্মাণ			
বিমূর্ত ভাবনাকে মূর্ত করার ক্ষমতা	সৃজনশীলতা ও পরীক্ষামূলক কাজে আগ্রহ	ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
2	2	2	4
৬) শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন			
প্রাসঙ্গিক তথ্যের চিহ্নিতকরণ বিশ্লেষণ	প্রদত্ত তথ্যের অন্তর্বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়	তথ্যের কার্যকর ব্যবহার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপনা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
2	2	2	4

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : অধ্যায় বিভাজন, প্রশ্ন কাঠামো ও মানবিন্যাস

পাঠ্যসূচি:

প্রাক্কথন

অধ্যায় - ১ : ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক

অধ্যায় - ২ : বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ

অধ্যায় - ৩ : ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ : রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত

অধ্যায় - ৪ : শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

অধ্যায় - ৫ : বিশ শতকে ইউরোপ

অধ্যায় - ৬ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

অধ্যায় - ৭ : জাতিসঙ্ঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

- **প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পূর্ণমান - ৪০ মূল্যায়নের মাস : এপ্রিল**

  অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ১০

  অধ্যায় - ১ : ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক

  অধ্যায় - ২ : বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ

- **দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পূর্ণমান - ৪০ মূল্যায়নের মাস : আগস্ট**

  অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ১০

  অধ্যায় - ৩ : উনবিংশ শতকের ইউরোপ : রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত

  অধ্যায় - ৪ : শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ

  অধ্যায় - ৫ : বিশ শতকে ইউরোপ

- **তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন পূর্ণমান - ৯০ মূল্যায়নের মাস : ডিসেম্বর**

  অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ১০

  অধ্যায় - ৬ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

  অধ্যায় - ৭ : জাতিসঙ্ঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

  বিশেষ দ্রষ্টব্য :

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অধ্যায়গুলির সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত ৫টি অধ্যায়ও থাকবে।

নবম শ্রেণির পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নকাঠামো এবং মান বিন্যাস

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন **পূর্ণমান : ৪০**

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিভাগ- ক	বিভাগ- খ	বিভাগ- গ	বিভাগ- ঘ	বিভাগ- ঙ	
		বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১	সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ২	বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪	ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন প্রশ্নমান ৮	
১.	ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক	১× ৫	১× ৩	২× ২	প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে মোট ৩টি প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।	প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে মোট ২টি প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।	
২.	বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ	১× ৫	১× ৩	২× ৩			
প্রদত্ত প্রশ্ন সংখ্যা		১০	৬	৫	৩	২	২৬
উত্তরদানযোগ্য প্রশ্ন সংখ্যা		১০	৬	৪	২	১	২৩
পূর্ণমান		১ × ১০ = ১০	১ × ৬ = ৬	২ × ৪ = ৮	৪ × ২ = ৮	৮ × ১ = ৮	৪০

দ্রষ্টব্য :

বিভাগ- ক : বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে চারটি করে বিকল্প দিতে হবে।

বিভাগ- খ : এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরনগুলি হলো : স্তম্ভ মেলানো এবং মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ** — এই ধরন দুটি থেকে তিনটি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে (২×৩= ৬)

বিভাগ- গ : সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন। দুই বা তিনটি বাক্যে ধারণা নির্ভর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঘ : সাত বা আটটি বাক্যে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঙ : ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নমানের বিভাজন হবে ৩ + ৫/ ৫ + ৩ / ৮—এই তিন প্রকারের।

** দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রশ্ন রূপে শূন্যস্থান পূরণ করো দিতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন **পূর্ণমান : ৪০**

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিভাগ- ক	বিভাগ- খ	বিভাগ- গ	বিভাগ- ঘ	বিভাগ- ঙ	
		বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১	**অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১**	**সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ২**	**বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪**	**ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন প্রশ্নমান ৮**	
৩.	উনবিংশ শতকের ইউরোপ	**১× ৩**	**১× ২**	**২× ২**	**প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে মোট ৩টি প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।**	**প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে মোট ৩টি প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।**	
৪.	শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ	**১× ৩**	**১× ৪**	**২× ২**			
৫.	বিশ শতকে ইউরোপ	**১× ২**	**১× ২**	**২× ২**			
প্রদত্ত প্রশ্ন সংখ্যা		৮	৮	৬	৩	৩	২৮
উত্তরদানযোগ্য প্রশ্ন সংখ্যা		৮	৮	৪	২	১	২৩
পূর্ণমান		১ × ৮ = ৮	১ × ৮ = ৮	২ × ৪ = ৮	৪ × ২ = ৮	৮ × ১ = ৮	৪০

দ্রষ্টব্য :

বিভাগ- ক : বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে চারটি করে বিকল্প দিতে হবে।

বিভাগ- খ : এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরনগুলি হলো : অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে), সত্য-মিথ্যা এবং বিবৃতি-ব্যাখ্যা— তিনটি ধরন থেকে অন্তত ২টি করে প্রশ্ন দিতে হবে।

বিভাগ- গ : সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন। দুই বা তিনটি বাক্যে ধারণা নির্ভর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঘ : সাত বা আটটি বাক্যে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঙ : ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নমানের বিভাজন হবে ৩ + ৫, ৫ + ৩, ৮—এই তিন প্রকারের।

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন **পূর্ণমান : ৯০**

অধ্যায়	বিভাগ - ক বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন প্রশ্নমান - ১	বিভাগ - খ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রশ্নমান - ১	বিভাগ - গ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রশ্নমান - ২	বিভাগ - ঘ বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন প্রশ্নমান - ৪	বিভাগ - ঙ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন প্রশ্নমান - ৮
১	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২	৪ × ২	প্রথম অথবা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ১টি প্রশ্ন
২	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২	৪ × ২	
৩	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২	৪ × ২	তৃতীয় অথবা চতুর্থ অধ্যায় থেকে ১টি প্রশ্ন
৪	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২	৪ × ২	
৫	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২	৪ × ২	পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ১টি প্রশ্ন
৬	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২	৪ × ২	
৭	১ × ২	১ × ২	২ × ২	—	—
প্রদত্ত প্রশ্ন সংখ্যা (৬৯)	২০	২০	১৪	১২	৩
উত্তরদানযোগ্য প্রশ্ন সংখ্যা (৫৪)	২০	১৬	১১	৬	১
পূর্ণমান (৯০)	১ × ২০ = ২০	১ × ১৬ = ১৬ মোট ২০টি প্রশ্নের মধ্যে ১৬টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। প্রতেকটি ধরন থেকে উত্তর করা আবশ্যিক।	২ × ১১ = ২২ এই বিভাগে প্রদত্ত ১৪টি প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো ১১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	৪ × ৬ = ২৪ এই বিভাগে প্রতি অধ্যায়ে ২টি করে প্রদত্ত প্রশ্নের মধ্যে থেকে একটি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	৮ × ১ = ৮ এই বিভাগে প্রদত্ত ৩টি প্রশ্নের মধ্যে যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

দ্রষ্টব্য :

বিভাগ- ক : বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে চারটি করে বিকল্প দিতে হবে।

বিভাগ- খ : এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরনগুলি হলো : অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে), সত্য-মিথ্যা, বিবৃতি-ব্যাখ্যা, স্তম্ভ মেলানো এবং মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ** — এই প্রত্যেকটি ধরন থেকে চারটি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে।

বিভাগ- গ : সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন। দুই বা তিনটি বাক্যে ধারণা নির্ভর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঘ : সাত বা আটটি বাক্যে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঙ : ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এক্ষেত্রে ৮নম্বরের প্রশ্ন তিনটি ৩ + ৫, ৫ + ৩ এবং ৮—এই তিন প্রকার হবে।

** দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রশ্ন রূপে শূন্যস্থান পূরণ করো দিতে হবে।

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের ধরন : একটি আলোচনা

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় যেসব বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক

- **বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন**

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের মূলত দুটি অংশ — স্টেম (stem) এবং বিকল্প (options)। বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হবে ঠিক এবং বাকিগুলি হবে ভুল। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নে 4টি বিকল্প (options) থাকতে হবে। স্টেম তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার।

(i) স্টেমের মধ্যে যতটা সম্ভব তথ্য দিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে বিকল্পগুলি যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। প্রশ্নের মূল ভাবনাটি স্টেমের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ii) স্টেমের নির্দেশাবলির ভাষা যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(iii) স্টেমে শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। স্টেমে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে যেন শিক্ষার্থীদের পরিচিত শব্দভাণ্ডারের সাযুজ্য থাকে।

(iv) স্টেম তৈরির সময় নঞর্থক বাক্য ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

- **বিকল্প (option) দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি।**

  (i) প্রতিটি বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নে চারটি বিকল্প (option) দিতে হবে। ঠিক বিকল্পটি ছাড়া অন্য তিনটি বিকল্পকে distractor বলা হয়।

  (ii) বিকল্পগুলির মধ্যে যেন কেবল একটি ঠিক বিকল্প থাকে।

  (iii) বিকল্পগুলি যেন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র হয়। বিকল্পগুলির মধ্যে যেন কোনো রকম overlapping না থাকে।

  (iv) চারটি বিকল্প অর্থাৎ একটি ঠিক উত্তর ও তিনটি distractor-এর মধ্যে যেন দৈর্ঘ্য, জটিলতা, ভাষার ব্যবহারে সাযুজ্য থাকে।

  (v) ‘ওপরের সবকটি বিকল্প ঠিক’ বা ‘কোনো বিকল্পটিই ঠিক নয়’ — এই ধরনের বাক্য বিকল্প হিসেবে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

  (vi) বিভিন্ন প্রশ্নের ঠিক বিকল্পটি যেন যথেচ্ছভাবে (at random) সাজানো থাকে। অর্থাৎ একটি প্রশ্নে যদি (a) বিকল্পটি ঠিক হয় তবে পরের প্রশ্নে ঠিক বিকল্পটি (b), (c) বা (d) স্থানে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

- **Distractor দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি।**

  (i) খেয়াল রাখতে হবে distractor -গুলি যেন আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত হয়।

(ii) শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভ্রান্তি এবং ভুল ধারণাগুলিকে (common errors and misconceptions) distractor হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

(iii) একেবারেই ভুল, এমন বাক্য distractor হিসেবে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(iv) ঠিক বাক্য অথচ যা প্রশ্নের ঠিক উত্তর নয়, এমন distractor ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

- **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

♦ **একটি শব্দ বা একটি বাক্যে উত্তর**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(ii) প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি করা বাঞ্ছনীয় যাতে প্রশ্নের উত্তরটি সংক্ষিপ্ত হয়।

♦ **শূন্যস্থান পূরণ**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(ii) খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি শূন্যস্থানে যেন কেবল একটি শব্দই বসতে পারে।

♦ **সত্য - মিথ্যা নির্ণয়**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(ii) অতি দীর্ঘ ও জটিল বাক্য ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

(iii) প্রতিটি বাক্যে একের বেশি ধারণার উপস্থাপনা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

♦ **বিবৃতি ও ব্যাখ্যা**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) বিবৃতি বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(ii) অতি দীর্ঘ ও জটিল বাক্য ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

(iii) ব্যাখ্যার প্রতিটি বাক্যে একের বেশি ধারণার উপস্থাপনা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(iv) তিনটি ব্যাখ্যা বাক্যই বিবৃতির সঙ্গে আপাত যৌক্তিকভাবে মানানসই হয় যাতে সেবিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

◆ **মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) পাঠ্যসূচির অন্তর্গত মানচিত্র থেকে স্থান চিহ্নিত করতে দিতে হবে।

(ii) স্থানটি পাঠ্যসূচির সময়কাল অনুসারে দিতে হবে। কারণ মানচিত্র বিবর্তিত হয়। ফলে প্রয়োজনে কাল উল্লেখ করা দরকার।

(iii) কেবল স্থানটি চিহ্নিত করে লিখে দিতে হবে মানচিত্রে।

◆ **স্তম্ভ মেলানো**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) প্রতিটি ঠিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ১ নম্বর থাকবে।

(ii) অ-স্তম্ভ-তে যতগুলো বিষয় থাকবে, আ-স্তম্ভ-তে তার চেয়ে অন্তত 1টা বিকল্প বেশি দিতে হবে।

(iii) অ-স্তম্ভ এবং আ-স্তম্ভ -তে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি যেন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হয়।

(iv) সম্পূর্ণ দুটি স্তম্ভ একটি পৃষ্ঠায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

- **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) প্রশ্নে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(ii) প্রশ্নগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রশ্নের উত্তর দুটি বা তিনটি বাক্যের মধ্যে হয়।

- **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(i) প্রশ্নে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(ii) এইক্ষেত্রে প্রশ্নের মানের বিভাজন নমুনা প্রশ্নের কাঠামোয় নির্দিষ্ট করা আছে। সেই কাঠামো ও মান বিভাজন অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নমুনা প্রশ্ন

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন **পূর্ণমান ৪০**

বিভাগ ‘ক’

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখ : **[১×১০=১০]**

১.১ ‘আমিই রাষ্ট্র’ — ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের এই উক্তিটিতে ফুটে ওঠে

(ক) গণতন্ত্রের ধারণা (খ) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ধারণা

(গ) প্রজাতন্ত্রের ধারণা (ঘ) সামন্ততন্ত্রের ধারণা

১.২ ফ্রান্সকে ‘ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর’ বলে মন্তব্য করেছিলেন

(ক) ভলতেয়র (খ) নেকার

(গ) ষোড়শ লুই (ঘ) অ্যাডাম স্মিথ

১.৩ থার্ড এস্টেটের প্রতিনিধিরা দাবি করেছিল

(ক) সাঁকুলেৎ-দের ভোটাধিকার (খ) সমস্ত জনগণের ভোটাধিকার

(গ) থার্ড এস্টেটের মাথাপিছু ভোটাধিকার (ঘ) নারীদের ভোটাধিকার

১.৪ বাস্তিল দুর্গের পতন হয়েছিল

(ক) ১৪/৭/১৭৮৯ (খ) ২০/৬/১৭৮৯

(গ) ৫/৫/১৭৮৯ (ঘ) ২৬/৭/১৭৯৪

১.৫ ফরাসি চার্চ আদায় করত

(ক) গ্যাবেল (খ) তেইলি

(গ) করভি (ঘ) টাইথ

১.৬ ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সম্রাট ছিলেন

(ক) ষোড়শ লুই (খ) রোবসপিয়ের

(গ) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (ঘ) লাফায়েৎ

১.৭ ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

(ক) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (খ) তুর্গো

(গ) মিরাবো (ঘ) আবে সিয়েস

১.৮ টিলজিটের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল

(ক) ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে (খ) ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে

(গ) ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে (ঘ) ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে

১.৯ নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধের মূল লক্ষ্য ছিল

(ক) রাশিয়া (খ) আইবেরিয় উপদ্বীপ

(গ) প্রাশিয়া (ঘ) ইংল্যান্ড

১.১০ কনফেডারেশন অফ রাইন গড়ে উঠেছিল

(ক) ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে

বিভাগ : খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও **[১×৬=৬]**

২.১ ‘অ’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘আ’ স্তম্ভ মেলাও :

	অ		আ
(২.১.১)	পার্সিয়ান লেটারস	১.	ফরাসি সংবিধান সভা
(২.১.২)	মানুষ ও নাগরিকের অধিকার	২.	নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
(২.১.৩)	ফন্টেন ব্লু সন্ধি	৩.	মন্তেস্কু

২. ২ প্রদত্ত মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো :

(২.২.১) প্যারিস

(২.২.২) কর্সিকা

(২.২.৩) মস্কো

অথবা

(কেবল দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

শূন্যস্থান পূরণ করো :

(২.২.১) স্যোসাল কন্ট্রাক্ট বইয়ের লেখক ________________।

(২.২.২) ব্রান্সউইক ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছিল ________________ খ্রিস্টাব্দ।

(২.২.৩) নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পরে ফ্রান্সের শাসক হয়েছিলেন ________________ ।

বিভাগ : গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ৪টি) (২×৪ = ৮)

৩.১ দৈবরাজতন্ত্র বলতে কী বোঝ?

৩.২ জ্যাকোবিন শাসন কী ছিল

৩.৩ কোড নেপোলিয়ন কী?

৩.৪ কনফেডারেশন অফ রাইন কেন গঠন করা হয়েছিল?

৩.৫ নেপোলিয়ন-বিরোধী মিত্রপক্ষে কোন কোন শক্তি যোগ দিয়েছিল?

বিভাগ : ঘ

৪. **সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ২টি) :** (৪×২=৮)

৪.১. বিপ্লব-পূর্ববর্তী ফরাসি অর্থনীতি কীভাবে ফরাসি বিপ্লবে ভূমিকা নিয়েছিল ?

৪.২. ফরাসি বিপ্লবে সাধারণ মানুষের যোগদান বিষয়ে একটি টীকা লেখো

৪.৩. মহাদেশীয় অবরোধ কীভাবে নেপোলিয়নের পতনের কারণ হয়েছিল ?

বিভাগ : ঙ

৫. **পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** (৮×১=৮)

৫.১ ফরাসি বিপ্লব দার্শনিকদের অবদান — মন্তব্যটি যুক্তিসহ আলোচনা করো (৮)

৫.২ কোড নেপোলিয়ন বিষয়ে একটি টীকা লেখো। শতদিবসের রাজত্ব বলতে কী বোঝো ? (৫+৩)

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান ৪০

বিভাগ ‘ক’

১. **ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :** **[১×৮=৮]**

১.১ ভিয়েনা সম্মেলনে যোগ দেননি

(ক) তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ম (খ) লুই ব্ল্যাঙ্ক

(গ) মেটারনিক (ঘ) তাঁলেরা

১.২ ইউরোপে বিপ্লবের বছর বলা হয়

(ক) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দকে (খ) ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দকে

(গ) ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দকে (ঘ) ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দকে

১.৩ ইয়ং ইতালি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

(ক) ম্যাৎসিনি (খ) গ্যারিবল্ডি

(গ) কাভুর (ঘ) ভিক্টর ইমানুয়েল

১.৪ ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেছিল

(ক) ভৌগোলিক অভিযান (খ) বৈদেশিক যুদ্ধ

(গ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (ঘ) উপনিবেশ বিস্তার

১.৫ দাস ক্যাপিটাল লিখেছিলেন

(ক) সাঁ সিমোঁ (খ) রবার্ট ওয়েন

(গ) শার্ল ফুরিয়ের (ঘ) কার্ল মার্কস

১.৬ বলকান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল

(ক) ফ্রান্স (খ) গ্রিস

(গ) ইংল্যান্ড (ঘ) জার্মানি

১.৭ রাশিয়ার পার্লামেন্টের নাম

(ক) দুমা (খ) সেনেট

(গ) এস্টেট জেনারেল (ঘ) রাইখস্ট্যাগ

১.৮ চোদ্দো দফা নীতি ঘোষণা করেন

(ক) লেনিন (খ) কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

(গ) উড্রো উইলসন (ঘ) রুজভেল্ট

বিভাগ : খ

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :** **[১×৮=৮]**

২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১.১ কার্লসবাড ডিক্রি কে জারি করেন?

২.১.২ সুয়েজ খাল কেন খনন করা হয়েছিল?

২.১.৩ কোন দেশ চিনে উন্মুক্ত দ্বার নীতির প্রস্তাব করে?

২.২ সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো :

২.২.১ জার্মানির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা নিয়েছিলেন গ্যারিবল্ডি।

২.২.২ স্পিনিং জেনি আবিষ্কার করেছিলেন হারগ্রিভস।

২.২.৩ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে মহামন্দা দেখা দেয়।

২.৩ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো

২.৩.১ বিবৃতি : ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ তৈরি করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা —১ : শিল্পবিপ্লবের জন্য দরকারি কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য

ব্যাখ্যা —২ : ভারতে শিল্পবিপ্লব ঘটানোর জন্য।

ব্যাখ্যা—৩ : ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটানোর জন্য ।

২.৩.২ বিবৃতি : ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল

ব্যাখ্যা— ১ : মহামন্দা রোধ করার জন্য।

ব্যাখ্যা —২ : বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

ব্যাখ্যা —৩ : ফ্যাসিবাদ রোধ করার জন্য।

বিভাগ : গ

৩. **দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ৪টি) :** (২×৪ = ৮)

৩.১ রিসর্জিমেন্টো কী?

৩.২ জোলভারেইন কাকে বলে?

৩.৩ ফ্যাক্টরি প্রথা বলতে কী বোঝ?

৩.৪ শিল্পবিপ্লবের সময় ইংল্যান্ডকে বিশ্বের কারখানা কেন বলা হতো?

৩.৫ সেরাজোভা হত্যাকাণ্ড কী?

৩.৬ হুভার মোরাটোরিয়াম বলতে কী বোঝো?

বিভাগ : ঘ

৪. **সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ২টি) :** (৪×২ = ৮)

৪.১. টীকা লেখো : ভিয়েনা সম্মেলন (১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ)

৪.২. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

৪.৩. রাশিয়ার অর্থনীতি কীভাবে রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল?

বিভাগ : ঙ

৫. **পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** (৮×১=৮)

৫.১ বিসমার্কের রক্ত ও লৌহ নীতি জর্মন ঐক্য ঘটিয়েছিল — মন্তব্যটি যুক্তিসহ আলোচনা করো। (৮)

৫.২ প্যারি কমিউন বিষয়ে একটি টীকা লেখো। শিল্পবিপ্লব কীভাবে উপনিবেশবাদের জন্ম দিয়েছিল? (৩+৫)

৫.২ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো। ভার্সাই চুক্তির মূল শর্তগুলি কী ছিল? (৫+৩)

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান ৯০

বিভাগ 'ক'

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : **[১×২০=২০]**

১.১ ফ্রান্সে ক্যাপিটেশন ছিল

(ক) লবণ কর (খ) জমির উপর ধার্য কর

(গ) ধর্মীয় কর (ঘ) উৎপাদন কর

১.২ রোবসপিয়র ছিলেন

(ক) জ্যাকোবিন (খ) সাঁকুলৎ

(গ) জিরনডিস্ট (ঘ) রাজতন্ত্রী

১.৩ জ্যাকোবিন দলের সদস্য ছিলেন

(ক) রাজা রামমোহন রায় (খ) টিপু সুলতান

(গ) সিরাজ উদ্-দৌলা (ঘ) মীর কাশিম

১.৪ ফ্রান্সে ডাইরেক্টরি শাসন শুরু হয়

(ক) ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে

১.৫ সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র ছিল

(ক) ফ্রান্সে (খ) ইংল্যান্ডে

(গ) রাশিয়ায় (ঘ) ইটালিতে

১.৬ মহাদেশীয় অবরোধের পাল্টা ছিল

(ক) মিলান ডিক্রি (খ) অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল

(গ) বার্লিন ডিক্রি (ঘ) ফন্টেন ব্লু ডিক্রি

১.৭ ন্যায্য অধিকার নীতি-র ফলে ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

(ক) অর্লিয়েন্স রাজবংশ (খ) স্যাভয় রাজবংশ

(গ) অরেঞ্জ রাজবংশ (ঘ) বুরবঁ রাজবংশ

১.৮ ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

(ক) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে

১.৯ হাঙ্গেরির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন

(ক) ম্যাৎসিনি (খ) লুই ব্লাঁ

(গ) লুই কসুৎ (ঘ) গ্যারিবল্ডি

১.১০ শিল্পবিপ্লবের ফলে তৈরি হওয়া শ্রেণিদুটি ছিল

(ক) জমিদার-কৃষক (খ) পুঁজিপতি-শ্রমিক

(গ) ব্যবসায়ী-কৃষক (ঘ) শ্রমিক-ব্যবসায়ী

১.১১ চার্টিস্ট আন্দোলন ছিল

(ক) শ্রমিক আন্দোলন (খ) অভিজাতদের আন্দোলন

(গ) কৃষক আন্দোলন (ঘ) নারী আন্দোলন

১.১২ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'রত্ন' বলা হতো

(ক) লন্ডনকে (খ) ভারতকে

(গ) চিনকে (ঘ) আফ্রিকাকে

১.১৩ রাশিয়ায় ভূমিদাসদের মুক্তির আইন জারি করেছিলেন

(ক) প্রথম নিকোলাস (খ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডার

(গ) তৃতীয় আলেকজান্ডার (ঘ) দ্বিতীয় নিকোলাস

১.১৪ প্যারিস সম্মেলনে মোট চুক্তি হয়েছিল

(ক) চারটি (খ) পাঁচটি

(গ) ছয়টি (ঘ) তিনটি

১.১৫ স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

(ক) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে

১.১৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল

(ক) জর্মনির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে (খ) জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের মাধ্যমে

(গ) হিরোসিমায় বোমাবর্ষণের মাধ্যমে (ঘ) নাগাসাকি বোমাবর্ষণের মাধ্যমে

১.১৭ ডি-ডে ছিল

(ক) ৫/৬/১৯৪৪ (খ) ৬/৬/১৯৪৪

(গ) ৭/৬/১৯৪৪ (ঘ) ৮/৬/১৯৪৪

১.১৮ পোলিশ করিডোর ছিল

(ক) রোমে (খ) প্যারিসে

(গ) বার্লিনে (ঘ) টোকিওয়

১.১৯ জাতিপুঞ্জের সদর দফতর অবস্থিত

(ক) জেনেভায় (খ) নিউ ইউর্কে

(গ) হেগ-এ (ঘ) লন্ডনে

১.২০ ভেটো শব্দের অর্থ

(ক) প্রস্তাব নাকচ করা (খ) প্রস্তাবে সম্মত হওয়া

(গ) প্রস্তাব দিতে বাধা দেওয়া (ঘ) প্রস্তাব পেশ করা

বিভাগ : খ

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (প্রতি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)**
[১×১৬=১৬]

২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(২.১.১) করভি কী?

(২.১.২) ট্রাফলগারের যুদ্ধ কবে হয়েছিল?

(২.১.৩) WHO-এর অর্থ কী?

(২.১.৪) হো-চি-মিন কে ছিলেন?

২.২ সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো :

(২.২.১) কনসার্ট অফ ইউরোপ তৈরি হয়েছিল ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে।

(২.২.২) সেফটি ল্যাম্প উদ্ভবন করেন জন কে।

(২.২.৩) এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন ট্রটস্কি।

(২.২.৪) জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হল ১৫টি দেশ।

২.৩ 'অ' স্তম্ভের সঙ্গে 'আ' স্তম্ভ মেলাও :

	অ		আ
(২.৩.১)	কার্বোনারি	১.	উন্মুক্তদ্বার নীতি
(২.৩.২)	কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো	২.	গুপ্ত সমিতি
(২.৩.৩)	জন হে	৩.	বিসমার্ক
(২.৩.৪)	তিন সম্রাটের চুক্তি	৪.	১৯৪৮

২. ৪ প্রদত্ত ভারতবর্ষের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত করো :

(২.৪.১) বার্লিন

(২.৪.২) পোল্যান্ড

(২.৪.৩) মাদ্রিদ

(২.৪.৪) তুরস্ক

অথবা

(কেবল দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

শূন্যস্থান পূরণ করো :

(২.৪.১) মহামন্দার সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন ________________।

(২.৪.২) প্রাভদা একটি ________________।

(২.৪.৩) ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমন করেছিল ________________ খ্রিস্টাব্দে।

(২.৪.৪) মস্কো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ________________ খ্রিস্টাব্দে।

উপবিভাগ - ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো :

(২.৫.১) বিবৃতি : ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকরা ভূমিকা রেখেছিলেন।

ব্যাখ্যা —১ : দার্শনিকরা সরাসরি বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা —২ : দার্শনিকরা ফরাসি সমাজ-অর্থনীতি প্রভৃতির সমালোচনা করেছিলেন।

ব্যাখ্যা—৩: দার্শনিকরা সাঁকুলৎ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

(২.৫.২) বিবৃতি : ফ্রান্সকে 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' বলা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা— ১ : ফরাসি অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক।

ব্যাখ্যা —২ : ফ্রান্সে পুরোনো মুদ্রা জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হতো।

ব্যাখ্যা —৩ : ফরাসি সম্রাটরা প্রায়ই অর্থমন্ত্রী বদল করত।

(২.৫.৩) বিবৃতি: নেপোলিয়ন মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

ব্যাখ্যা - ১: ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করার জন্য।

ব্যাখ্যা - ২: ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য।

ব্যাখ্যা - ৩: ইংল্যান্ডে ফ্রান্সের বাজার বিস্তারের জন্য।

(২.৫.৪) বিবৃতি: নেপোলিয়ন রোমের পোপের সঙ্গে কনকরডাট চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।

ব্যাখ্যা - ১: নেপোলিয়ন পোপের সাম্রাজ্যের দখল নিতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা - ২: নেপোলিয়ন ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা - ৩: নেপোলিয়ন পোপের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন।

বিভাগ : গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ১১টি) : (২×১১ = ২২)

৩.১ টেনিস কোর্টের শপথ কবে হয়?

৩.২ থার্মিডোরিয় প্রতিক্রিয়া কী?

৩.৩ লিপজিগের যুদ্ধকে জাতিসমূহের যুদ্ধ বলা হয় কেন?

৩.৪ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পোড়ামাটি নীতি বলতে কী বোঝো।

৩.৫ অ্যাডল্ফ থিয়ার্স কে ছিলেন?

৩.৬ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে কোন কোন দেশ যোগ দিয়েছিল?

৩.৭ রবার্ট আওয়েন কে ছিলেন?

৩.৮ ইউটোপিয় সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝো?

৩.৯ নারদনিক আন্দোলন কী?

৩.১০ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়?

৩.১১ রোম-বার্লিন-টোকিও জোট কী?

৩.১২ ইঙ্গ-ফরাসি তোষণ নীতি বলতে কী বোঝো?

৩.১৩ জাতিসংঘ কবে ও কেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.১৪ জাতিপুঞ্জের অছি পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

বিভাগ : ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :
(প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) (৪×৬ = ২৪)

উপবিভাগ : ঘ.১

৪.১. ফরাসি বিপ্লবে নারীদের যোগদান বিষয়ে একটি টীকা লেখো।

৪.২. ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উপবিভাগ : ঘ.২

৪.৩. নেপোলিয়নের পতনে রাশিয়া অভিযানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৪.৪. নেপোলিয়ন ফ্রান্সে অর্থনৈতিক ও আইনি সংস্কার কীভাবে করেছিলেন?

উপবিভাগ : ঘ.৩

৪.৫. ইউরোপে কীভাবে মেটারনিক ব্যবস্থার বিরোধিতা সংগঠিত হয়েছিল।

৪.৬. ইউরোপে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করো।

উপবিভাগ : ঘ.৪

৪.৭. উপনিবেশবাদের সঙ্গে উগ্রজাতীয়তাবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

৪.৮. টীকা লেখো : আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ।

উপবিভাগ : ঘ.৫

৪.৯ সমকালীন বিশ্বে রুশ বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

৪.১০. টীকা লেখো : স্পেনের গৃহযুদ্ধ।

উপবিভাগ : ঘ.৬

৪.১১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রকৃত অর্থে বিশ্বজনীন যুদ্ধ— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪.১২. টীকা লেখো : হিরোশিমা - নাগাসাকি

বিভাগ : ঙ

৫. **পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** (৮×১=৮)

৫.১ ফরাসি বিপ্লবে শহুরে জনতার অংশগ্রহণ কেমন ছিল? গুজব ফরাসি বিপ্লব সংগঠনে কীভাবে ভূমিকা রেখেছিল? (৩+ ৫)

৫.২ ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লবের উপর একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লেখো? (৮)

৫.৩ রুশ বিপ্লবের সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণ করো। টীকা লেখো : নতুন অর্থনৈতিক নীতি (NEP)(৫+৩)

सत्यमेव जयते

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬